



BCS প্রিলিমিনারি

লেকচার শিট

বাংলাদেশ বিষয়াবলি





PSC Syllabus

বাংলাদেশ বিষয়াবলি | পূর্ণমান : ৩০

- ১। বাংলাদেশের জাতীয় বিষয়াবলি ০৬
প্রাচীনকাল হতে সম-সাময়িক কালের ইতিহাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস; ভাষা আন্দোলন; ১৯৫৪ সালের নির্বাচন; ছয়-দফা আন্দোলন, ১৯৬৬; গণ অভ্যুত্থান ১৯৬৮-৬৯; ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন; অসহযোগ আন্দোলন ১৯৭১; ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ; স্বাধীনতা ঘোষণা; মুজিবনগর সরকারের গঠন ও কার্যাবলি; মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল; মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকা; পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়।
- ২। বাংলাদেশের কৃষিজ সম্পদ : শস্য উৎপাদন এবং এর বহুমুখীকরণ, খাদ্য উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা। ০৩
- ৩। বাংলাদেশের জনসংখ্যা, আদমশুমারি, জাতি, গোষ্ঠী ও উপজাতি সংক্রান্ত বিষয়াদি। ০৩
- ৪। বাংলাদেশের অর্থনীতি : উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রেক্ষিত ও পঞ্চবার্ষিকী, জাতীয় আয়-ব্যয়, রাজস্ব নীতি ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদি। ০৩
- ৫। বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য : শিল্প উৎপাদন, পণ্য আমদানি ও রপ্তানিকরণ, গার্মেন্টস শিল্প ও এর সার্বিক ব্যবস্থাপনা, বৈদেশিক লেন-দেন, অর্থ প্রেরণ, ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। ০৩
- ৬। বাংলাদেশের সংবিধান : প্রস্তাবনা ও বৈশিষ্ট্য, মৌলিক অধিকারসহ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ, সংবিধানের সংশোধনীসমূহ। ০৩
- ৭। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা : রাজনৈতিক দলসমূহের গঠন, ভূমিকা ও কার্যক্রম; ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্কাদি, সুশীল সমাজ ও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ এবং এদের ভূমিকা। ০৩
- ৮। বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা : আইন, শাসন ও বিচার বিভাগসমূহ, আইন প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো, প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস ও সংস্কার। ০৩
- ৯। বাংলাদেশের জাতীয় অর্জন, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনাসমূহ, জাতীয় পুরস্কার, বাংলাদেশের খেলাধুলাসহ চলচ্চিত্র, গণমাধ্যম-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি। ০৩



সূচিপত্র

বাংলাদেশ
বিষয়াবলি

পৃষ্ঠা নং দেখে কাজক্ষিত লেকচার খুঁজে নিন

লেকচার নং	টপিকস	পৃষ্ঠা নং
লেকচার-১	<input checked="" type="checkbox"/> সিলেবাস আলোচনা <input checked="" type="checkbox"/> বাঙালি জাতির উদ্ভব ও বিকাশ <input checked="" type="checkbox"/> প্রাচীনকাল হতে সমসাময়িক কালের ইতিহাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি-১ <input checked="" type="checkbox"/> বাংলার প্রাচীন জনপদ থেকে মুঘল শাসনামল পর্যন্ত	৪-২৯
লেকচার-২	<input checked="" type="checkbox"/> প্রাচীনকাল হতে সমসাময়িক কালের ইতিহাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি-২ <input checked="" type="checkbox"/> নবাবি আমল <input checked="" type="checkbox"/> ইংরেজি শাসন ও ১৯৪৭ এর দেশ বিভাজন পর্যন্ত	৩০-৪৯
লেকচার-৩	বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস-১	৫০-৬৬
লেকচার-৪	<input checked="" type="checkbox"/> বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস-২ ও <input checked="" type="checkbox"/> মুক্তিযুদ্ধ-১	৬৭-৮৬
লেকচার-৫	<input checked="" type="checkbox"/> মুক্তিযুদ্ধ-২	৮৭-১২০
লেকচার-৬	<input checked="" type="checkbox"/> সংবিধান-১	১২১-১৪৫
লেকচার-৭	<input checked="" type="checkbox"/> সংবিধান-২	১৪৬-১৫৫
লেকচার-৮	<input checked="" type="checkbox"/> বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা-১	১৫৬-১৭৫
লেকচার-৯	<input checked="" type="checkbox"/> বাংলাদেশ সরকার ব্যবস্থা-২	১৭৬-১৯৯
লেকচার-১০	<input checked="" type="checkbox"/> বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা	২০০-২১৬
লেকচার-১১	বাংলাদেশের কৃষিজ সম্পদ	২১৭-২৪১
লেকচার-১২	বাংলাদেশের জনসংখ্যা	২৪২-২৫৫
লেকচার-১৩	বাংলাদেশের অর্থনীতি-১	২৫৬-২৭২
লেকচার-১৪	বাংলাদেশের অর্থনীতি-২	২৭৩-২৮২
লেকচার-১৫	বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য	২৮৩-২৯৯
লেকচার-১৬	বাংলাদেশের জাতীয় অর্জন-১	৩০০-৩২৩
লেকচার-১৭	বাংলাদেশের জাতীয় অর্জন-২	৩২৪-৩৫৬



BCS প্রিলিমিনারি

লেকচার



Lecture Content

- ☑ সিলেবাস আলোচনা
- ☑ বাঙালি জাতির উদ্ভব ও বিকাশ
- ☑ প্রাচীনকাল হতে সমসাময়িক কালের ইতিহাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি-১
- ☑ বাংলার প্রাচীন জনপদ থেকে মুঘল শাসনামল পর্যন্ত

Content



Discussion

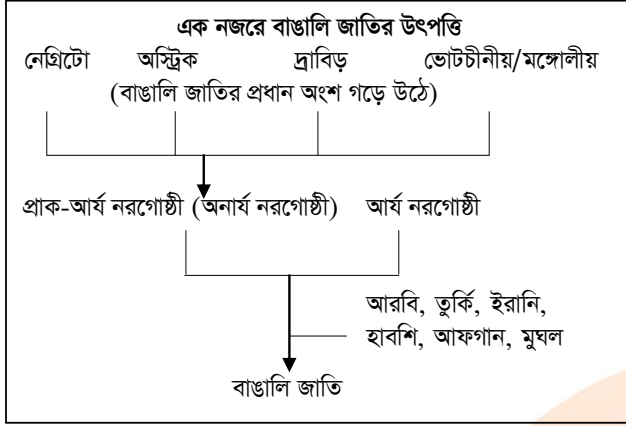


শিক্ষক ক্লাসে নিচের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রথমে বুঝিয়ে বলবেন।

বাঙালি জাতির উদ্ভব ও বিকাশ

সমগ্র বাঙালি জনগোষ্ঠীকে প্রাক-আর্য বা অনার্য জনগোষ্ঠী এবং আর্য জনগোষ্ঠী এই দুইভাগে ভাগ করা হয়। আর্যপূর্ব জনগোষ্ঠী মূলত i) নেগ্রিটো ii) অস্ট্রিক iii) দ্রাবিড় iv) ভোটচীনিয় এই চারটি শাখায় বিভক্ত ছিল। নিগ্রিটোদের মত দেহযুক্ত এক আদিম জাতি এদেশে বসবাস করত। এরাই ভীল, সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতি উপজাতির পূর্বপুরুষ। অস্ট্রিক জাতি থেকে বাঙালি জাতির প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে বলে মনে করা হয়। কেউ কেউ তাদের 'নিষাদ জাতি' বলে আখ্যা দিয়েছেন। প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ইন্দোচীন থেকে আসাম হয়ে বাংলায় প্রবেশ করে অস্ট্রিক জাতি নেগ্রিটোদের উৎখাত করে। অস্ট্রিক জাতির সমকালে বা কিছু পূর্বে দ্রাবিড় জাতি এদেশে আসে এবং সভ্যতায় উন্নততর বলে তাঁরা অস্ট্রিক জাতিকে গ্রাস করে। অস্ট্রিক-দ্রাবিড় জাতির সাথে মঙ্গোলীয় বা ভোটচীনিয় জাতির সংমিশ্রণ ঘটে। বাংলাদেশে আর্যদের পরেই এদের আগমন ঘটে বলে বাঙালির রক্তে এদের মিশ্রণ উল্লেখযোগ্য নয়। গারো, কোচ, ত্রিপুরা, চাকমা ইত্যাদি এই গোষ্ঠীভুক্ত। অস্ট্রিক-দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর মিশ্রণে যে জাতির প্রবাহ চলছিল, তার সাথে আর্য জাতি এসে সংযুক্ত হয়ে গড়ে তুলেছে বাঙালি জাতি।

আর্যদের আদিনিবাস ছিল ইউরাল পর্বতের দক্ষিণে বর্তমান মধ্য এশিয়া-ইরানে। ভারতবর্ষে আর্যদের আগমন ঘটেছিল খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দে। সম্ভবত খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে বা তার কিছু আগে আর্যরা বাংলায় আসতে শুরু করে। আর্যরা সনাতন ধর্মাবলম্বী ছিল। তাদের ধর্মগ্রন্থের নাম ছিল বেদ। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর দিকে সৌম্য গোত্রের আরবীয়রা ইসলাম ধর্ম প্রচার এবং ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে বাঙালি জাতির সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়। তাদের অনুকরণে নেগ্রিটো রক্তবাহী হাবশিরাও এদেশে আসে। এমনিভাবে অন্তত দেড় হাজার বছরের অনুশীলন, গ্রহণ, বর্জন এবং রূপান্তরিতকরণের মাধ্যমে বাঙালি জাতি গড়ে উঠে। নৃতাত্ত্বিকভাবে বাংলাদেশের মানুষ প্রধানত আদি-অস্ট্রেলিয়া (Proto-Australian) নরগোষ্ঠীভুক্ত।



তথ্য কণিকা

- সমগ্র বাঙালি জনগোষ্ঠী বিভক্ত - দুই ভাগে (প্রাক-আর্য বা অনার্য ও আর্য নরগোষ্ঠী)।
- আর্যপূর্ব জনগোষ্ঠী মূলত বিভক্ত - চার ভাগে: নেগ্রিটো, অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভোটচীনীয়)।
- আর্যদের আগমনের পূর্বে এদেশে বসবাস ছিল - অনার্যদের।
- নেগ্রিটোদের উৎখাত করে - অস্ট্রিক জাতি।
- বাংলাদেশের প্রাচীন জাতি - দ্রাবিড়।
- বাঙালি জাতির প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে - অস্ট্রিক জাতি থেকে।
- বাঙালি জাতি গড়ে উঠেছে - অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও আর্য জাতির সংমিশ্রণে।
- সর্বপ্রথম দেশবাচক শব্দ 'বাংলা' যে গ্রন্থে ব্যবহৃত হয় - আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে।
- বৈদিক যুগ বলে - আর্য যুগকে।

- আর্য সংস্কৃতি সমধিক বিকাশ লাভ করে-পাল শাসনামলে।
- আর্যদের আদি নিবাস-ইউরাল পর্বতের দক্ষিণে কিরগিজ তৃণভূমি অঞ্চলে এবং বর্তমান মধ্য এশিয়া- ইরান।
- আর্যদের ধর্মগ্রন্থের নাম বেদ।
- বাংলার আদিম অধিবাসী হলো-অনার্যভাষী শবর, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি সম্প্রদায়।
- আর্যদের প্রভাব স্থাপনের পরে বঙ্গদেশে যে জাতির আগমন হয় মঙ্গোলীয় বা ভোটচীনীয় জাতির।
- বর্তমান বাঙালি জাতির পরিচয়- সংকর জাতি হিসেবে।
- আর্যগণ প্রথম উপমহাদেশে আগমন করে সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ১৪০০ বা ১৫০০ অব্দে।
- আর্যজাতি ভারতে প্রবেশ করার পর প্রথমে বসতি স্থাপন করে সিন্ধু বিধৌত অঞ্চলে।

বাংলা শব্দের উৎপত্তি

চীন শব্দ 'অং' (যার অর্থ জলাভূমি) পরিবর্তিত হয়ে 'বং' শব্দে রূপান্তরিত হয়। ঐতিহাসিক আবুল ফজলের মতে, বং → বংগ, বংগ + আল (আইল) → বংগাল।

ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন সলিম তার 'রিয়াজুস সালাতিন' গ্রন্থে বলেছেন, বংগ (জনৈক ব্যক্তি) + আহাল (সন্তান) → বংগাহাল → বংগাল।

শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ বাংলার নামকরণ করেন মূলক-ই-বাঙ্গালাহ।

বাঙ্গালাহ → বাংলা

মূলক → দেশ

মূলক-ই-বাঙ্গালাহ → বাংলাদেশ



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

০১) বাংলাদেশের প্রাচীন জাতি কোনটি?

- ক) আর্য
খ) মঙ্গল
গ) পুন্ড্র
ঘ) দ্রাবিড়

০২) বাংলার আদি জনপদের অধিবাসীরা কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত?

- ক) বাঙালি
খ) আর্য
গ) নিষাদ
ঘ) আলপাইন

০৩) আর্য জাতি কোন দেশ থেকে এসেছিল?

- ক) বাহরাইন
খ) ইরাক
গ) মেক্সিকো
ঘ) ইরান

০৪) আর্যদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল?

- ক) ইউরাল পর্বতের দক্ষিণে তৃণভূমি অঞ্চলে
খ) হিমালয়ের পাদদেশে নেপালের দক্ষিণে
গ) ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরে
ঘ) আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পূর্ব পাহাড়ি এলাকায়

০৫) আর্যদের ধর্মগ্রন্থের নাম কি?

- ক) ত্রিপিটক
খ) উপনিষদ
গ) বেদ
ঘ) ভগবদগীতা

বাংলার প্রাচীন জনপদ

প্রাচীনকালে বাংলাদেশ কোনো একক রাষ্ট্র ছিল না। এটি তখন কতকগুলো অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। অঞ্চলগুলো জনপদ নামে পরিচিত ছিল। বাংলা নামে একটি অঞ্চল দেশের জন্য একবারে হয়নি। এর যাত্রা শুরু হয় জনপদগুলোর

মধ্য দিয়ে। গোড়, বঙ্গ, পুন্ড্র, হরিকেল, সমতট, বরেন্দ্র এরকম প্রায় ১৬টি জনপদের কথা জানা যায়। জনপদগুলোর মধ্য প্রাচীনতম হলো পুন্ড্র। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত কতিপয় প্রাচীন জনপদ নিচে উল্লেখ করা হলো-

প্রাচীন জনপদ	বর্তমান অঞ্চল
গৌড়	উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল, আধুনিক মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বর্ধমানের কিছু অংশ এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ
বঙ্গ	ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালীর নিম্ন জলাভূমি, ময়মনসিংহ এর পশ্চিমাঞ্চল, ঢাকা, কুষ্টিয়া, বৃহত্তর কুমিল্লা ও নোয়াখালীর কিছু অংশ
পুণ্ড্র	বগুড়া, দিনাজপুর, রাজশাহী ও রংপুর জেলা
হরিকেল	সিলেট (শ্রীহট্ট), চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম
সমতট	কুমিল্লা ও নোয়াখালী
বরেন্দ্র	বগুড়া, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলার অনেক অঞ্চল এবং পাবনা জেলা
তাম্রলিপি	পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলা
চন্দ্রদ্বীপ	বৃহত্তর বরিশাল, গোপালগঞ্জ ও খুলনা
উত্তর রাঢ়	মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমাংশ, সমগ্র বীরভূম জেলা এবং বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমা
দক্ষিণ রাঢ়	বর্ধমানের দক্ষিণাংশ, হুগলির বহুলাংশ এবং হাওড়া জেলা
বাংলা বা বাঙলা	সাধারণত খুলনা, বরিশাল ও পটুয়াখালী

উল্লেখ্য, গৌড়, বঙ্গ, পুণ্ড্র, হরিকেল, সমতট, বরেন্দ্র এরকম প্রায় ১৬টি জনপদের কথা জানা যায়।

তথ্য কণিকা

- বাংলার সর্বপ্রাচীন জনপদ- পুণ্ড্র।
- 'বঙ্গ' নামে দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়- খ্রিস্টপূর্ব ৩ হাজার বছর আগে।
- সর্বপ্রথম 'বঙ্গ' দেশের নাম পাওয়া যায়- ঋগ্বেদের 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে।
- সুপ্রাচীন বঙ্গ দেশের সীমা উল্লেখ আছে- ড. নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালির ইতিহাস' গ্রন্থে।
- বাংলার আদি জনপদগুলোর জনগোষ্ঠীর ভাষা ছিল- অস্ট্রিক।
- বরেন্দ্র বলতে বোঝায়- উত্তরবঙ্গকে (বগুড়া, রাজশাহী জেলার বৃহৎ অংশ)।
- প্রাচীনকালে 'গঙ্গারিডই' নামে শক্তিশালী রাজ্যটি ছিল- অনুমান করা হয় গঙ্গা নদীর তীরে।
- রাজা শশাঙ্কের শাসনামলের পরে 'বঙ্গদেশ' যে কয়টি জনপদে বিভক্ত ছিল- ওড়ি; পুণ্ড্র, গৌড় ও বঙ্গ।
- বঙ্গ ও গৌড় নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়- ষষ্ঠ শতকে।
- হিউয়েন সাঙ এর বিবরণ অনুসারে কামরূপে যে জনপদ ছিল- সমতট।
- রাঢ়দের রাজধানী ছিল- কোটিবর্ষ।

- প্রাচীন যেসব গ্রন্থে বঙ্গ দেশের নাম উল্লেখ পাওয়া যায়- ঋগ্বেদের 'ঐতরেয় আরণ্যক'-এর শ্লোকে (২-১-১), রামায়ণ ও মহাভারতে, পতঞ্জলির ভাষ্যে, ওভেদী, টলেমির লেখায়, কালিদাসের 'রঘুবংশে' এবং আবুল ফজলের 'আইন-ই আকবরী' গ্রন্থে।
- সমতট রাজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল- কুমিল্লা জেলার বড়কামতায়।
- প্রাচীন রাঢ় জনপদ অবস্থিত- বীরভূম ও বর্ধমানে।
- প্রাচীনকালে 'সমতট' বলতে বোঝায়- কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চলকে।
- বর্তমান বৃহৎ বরিশাল ও ফরিদপুর এলাকা প্রাচীনকালে যে জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল- বঙ্গ।
- সিলেট প্রাচীন যে জনপদের অন্তর্গত- হরিকেল।
- প্রাচীন বাংলায় বাংলাদেশের পূর্বাংশে অবস্থিত ছিল- হরিকেল।

জনপদ পরিচিতি

○ গৌড়

বাংলার উত্তরাংশ এবং উত্তরবঙ্গে ছিল গৌড় রাজ্য। সপ্তম শতকে রাজা শশাঙ্ক বিহার ও উড়িষ্যা পর্যন্ত গৌড় রাজ্যের সীমা বর্ধিত করেন। প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোকে শশাঙ্ক গৌড় নামে একত্রিত করেন। মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণ (বর্তমান অঞ্চল) ছিল শশাঙ্কের সময়ে গৌড় রাজ্যের রাজধানী। বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও সন্নিহিত এলাকা গৌড় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুলতানী আমলে বাংলার উত্তর-পশ্চিমাংশ, বিহার ও উড়িষ্যা অঞ্চলের রাজধানীও ছিল গৌড় নগরী।

○ বঙ্গ

ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ ও পটুয়াখালীর নিম্ন জলাভূমি এবং পশ্চিমের উচ্চভূমি যশোর, কুষ্টিয়া, নদীয়া, শান্তিপুর ও ঢাকার বিক্রমপুর সংলগ্ন অঞ্চল ছিল বঙ্গ জনপদের অন্তর্গত। সুতরাং বৃহত্তর ঢাকা প্রাচীনকালে বঙ্গ জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পুরানো শিলালিপিতে 'বিক্রমপুর' ও 'নাব্য' নামে দুটি অংশের উল্লেখ রয়েছে। প্রাচীন বঙ্গ ছিল একটি শক্তিশালী রাজ্য। এছাড়া রামায়ণ ও মহাভারতে এবং কালিদাসের 'রঘুবংশ'-এ 'বঙ' নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। সমগ্র বাংলা বঙ্গ নামে এক্যবদ্ধ হয় পাঠান আমলে।

○ সমতট

হিউয়েন সাং এর বিবরণ অনুযায়ী সমতট ছিল বঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্বাংশের একটি নতুন রাজ্যে। মেঘনা নদীর মোহনাসহ বর্তমান কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চল সমতটের অন্তর্ভুক্ত কুমিল্লা জেলার বড়কামতায় এ রাজ্যের রাজধানী ছিল বলে জানা যায়।

○ রাঢ়

রাঢ় বাংলার একটি প্রাচীন জনপদ। ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীর হতে গঙ্গা নদীর দক্ষিণাঞ্চল রাঢ় অঞ্চলের অন্তর্গত। অজয় নদী রাঢ় অঞ্চলকে দুই ভাগে ভাগ করেছে। রাঢ়ের দক্ষিণে মেদিনীপুর জেলায় 'তাম্রলিপি' ও 'দণ্ডভুক্তি' নামে দুটি ছোট বিভাগ ছিল। তৎকালে তাম্রলিপি ছিল একটি বিখ্যাত নৌবন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র।



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

- ০১) বর্তমান বৃহত্তর ঢাকা জেলা প্রাচীন কালে কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল?
ক) সমতট খ) পুণ্ড্র
গ) বঙ্গ ঘ) হরিকেল গ
- ০২) রাজশাহীর উত্তরাংশ, বগুড়ার পশ্চিমাংশ, রংপুর ও দিনাজপুরের কিছু অংশ বা উত্তর-পশ্চিম বঙ্গ নিয়ে গঠিত—
ক) পলল গঠিত সমভূমি খ) বরেন্দ্রভূমি
গ) উত্তরবঙ্গ ঘ) মহাস্থানগড় খ
- ০৩) বাংলার সর্বপ্রাচীন জনপদ কোনটি?
ক) হরিকেল খ) সমতট
গ) পুণ্ড্র ঘ) রাঢ় গ
- ০৪) বাংলাদেশের একটি প্রাচীন জনপদের নাম—
ক) রাঢ় খ) চট্টলা
গ) শ্রীহট্ট ঘ) কোনোটিই নয় ক
- ০৫) প্রাচীনকালে ‘সমতট’ বলতে বাংলাদেশের কোন অংশকে বুঝানো হতো?
ক) বগুড়া ও দিনাজপুর অঞ্চল
খ) কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চল
গ) ঢাকা ও ময়মনসিংহ অঞ্চল
ঘ) বৃহত্তম সিলেট অঞ্চল খ
- ০৬) বাংলাদেশের কোন বিভাগে ‘বরেন্দ্রভূমি’ অবস্থিত?
ক) সিলেট খ) রাজশাহী
গ) খুলনা ঘ) বরিশাল খ
- ০৭) চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রাচীন নাম—
ক) বঙ্গ খ) পুণ্ড্র
গ) সমতট ঘ) হরিকেল ঘ
- ০৮) সিলেট নামক প্রাচীন জনপদ অন্তর্গত—
ক) বঙ্গ খ) পুণ্ড্র
গ) সমতট ঘ) হরিকেল ঘ
- ০৯) প্রাচীন রাঢ় জনপদ অবস্থিত—
ক) বগুড়া খ) কুমিল্লা
গ) বর্ধমান ঘ) বরিশাল গ
- ১০) বাংলা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন গ্রন্থে উল্লেখ আছে?
ক) আকবরনামা খ) আলমগীরনামা
গ) আইন-ই-আকবরী ঘ) তুজুক-ই-আকবর গ

- ১১) প্রাচীনকালে এদেশের নাম ছিল—
ক) বাংলাদেশ খ) বঙ্গ
গ) বাংলা ঘ) বাঙ্গালা খ
- ১২) প্রাচীন বাংলায় পুণ্ড্র নামটি ছিল একটি—
ক) জনপদের খ) প্রদেশের
গ) গ্রামের ঘ) রাজশাহী ক
- ১৩) একসময়ে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজধানী মুর্শিদাবাদের প্রাক্তন নাম ছিল—
ক) সিনহাবাদ খ) চন্দ্রদ্বীপ
গ) গোঁড় ঘ) সমতট গ
- ১৪) প্রাচীন বাংলার কোন এলাকা কর্ণসুবর্ণ নামে কথিত হতো?
ক) মুর্শিদাবাদ খ) রাজশাহী
গ) চট্টগ্রাম ঘ) মেদিনীপুর ক
- ১৫) মহাস্থানগড় একসময় বাংলার রাজধানী ছিল, তার নাম ছিল—
ক) মহাস্থান খ) কর্ণসুবর্ণ
গ) পুণ্ড্র নগর ঘ) রামাবতী গ
- ১৬) বাংলাদেশের প্রাচীনতম নগর কেন্দ্র কোনটি?
ক) ময়নামতি খ) পাহাড়পুর
গ) মহাস্থানগড় ঘ) সোনার গাঁ গ
- ১৭) বরেন্দ্রভূমি নামে পরিচিত—
ক) ময়নামতি ও লালমাই পাহাড়
খ) মধুপুর ও ভাওয়াল গড়
গ) সুন্দরবন
ঘ) রাজশাহী বিভাগের উত্তর-পশ্চিমাংশে ঘ
- ১৮) বাংলাদেশের প্রাচীনতম শহর—
ক) সুবর্ণগ্রাম, বর্তমানে সোনারগাঁও
খ) জাহাঙ্গীরনগর, বর্তমানে ঢাকা
গ) পুণ্ড্র বর্ধন, বর্তমানে মহাস্থানগড়
ঘ) পোরটো গ্রানডে, বর্তমানে চট্টগ্রাম গ
- ১৯) বরেন্দ্র বলতে কোন এলাকাকে বুঝায়?
ক) উত্তরবঙ্গ খ) পশ্চিমবঙ্গ
গ) উত্তর-পশ্চিমবঙ্গ ঘ) দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ গ
- ২০) প্রাচীন পুণ্ড্রনগরের বর্তমান নাম কি?
ক) গোঁড় খ) ময়নামতি
গ) মহাস্থানগড় ঘ) পাটলীপুত্র গ

বাংলার প্রাচীন শাসনামল

আলেকজান্ডারের ভারতীয় উপমহাদেশে আক্রমণ

আলেকজান্ডার জাতিতে ছিলেন আর্থ গ্রিক। তিনি ছিলেন ম্যাদিসনের রাজা ফিলিপসের পুত্র। বাল্যকালে তিনি প্রখ্যাত গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটলের নিকট গৃহশিক্ষা লাভ করেন। খ্রিস্টপূর্ব ৩৩৫ অব্দে ফিলিপসের মৃত্যু হলে আলেকজান্ডার ম্যাদিসনের সিংহাসনে আরোহণ করেন। আলেকজান্ডার খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ অব্দে ব্যাবিলনে তাঁর মৃত্যু হয়। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য উপমহাদেশে গ্রিক প্রাধান্যের অবসান ঘটান।

গঙ্গারিডাই

আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণকালে বাংলায় ‘গঙ্গারিডাই’ নামে এক শক্তিশালী ও সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল। পণ্ডিতদের ধারণা, গঙ্গা নদীর যে দুইটি ধারা এখন ভাগীরথী ও পদ্মা নামে পরিচিত, এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে গঙ্গারিডাই জাতির লোক বাস করত। এদের রাজা খুব পরাক্রমশালী ছিল। এ রাজ্যের রাজধানী ছিল ‘বঙ্গ’ নামে একটি বন্দর নগর। এখান থেকে সূক্ষ্ম সুতী কাপড় সুদূর পশ্চিমা দেশে রপ্তানি হতো। গ্রিক ঐতিহাসিক ডিওভোরাস গঙ্গাডোরাস ‘গঙ্গারিডাই’ রাজ্যকে দক্ষিণ এশীয় রাজ্যগুলোর মধ্যে সমৃদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন। অনেকে মনে করেন যে, ‘গঙ্গারিডাই’ রাজ্যটি আসলে বঙ্গ রাজ্যই ছিল, ‘গঙ্গারিডাই’ ছিল শুধু এর নামান্তর।





গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

০১) মহাবীর আলেকজান্ডার কোন শহরে মৃত্যুবরণ করেন?

- ক) ব্যাবিলন খ) থেসালোনিকি
গ) আঙ্কারা ঘ) এথেন্স

ক

০২) বীর আলেকজান্ডারের শিক্ষক কে ছিলেন?

- ক) সফোক্লিস খ) সক্রোটাস
গ) এরিস্টটল ঘ) প্লেটো

গ

০৩) আলেকজান্ডার কত সালে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন?

- ক) খ্রিস্টপূর্ব ৩৩০ অব্দে খ) খ্রিস্টপূর্ব ৩২৯ অব্দে
গ) খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে ঘ) খ্রিস্টপূর্ব ৩২৫ অব্দে

গ

০৪) আলেকজান্ডারের সেনাপতি কে ছিলেন?

- ক) মানসিংহ খ) সেলুকাস
গ) হিমু ঘ) নেপোলিয়ন

খ

০৫) আলেকজান্ডার কত সালে মারা যান?

- ক) খ্রিস্টপূর্ব ২২২ অব্দে
খ) খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ অব্দে
গ) খ্রিস্টপূর্ব ৩২৪ অব্দে
ঘ) খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে

খ

মৌর্য যুগ

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম সাম্রাজ্যের নাম মৌর্য সাম্রাজ্য। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য খ্রিস্টপূর্ব ৩২১ অব্দে মগধের সিংহাসনে আরোহণের মাধ্যমে মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এ সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (৩২৪-৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)

হিমালয়ের পাদদেশে 'মৌর্য' নামক ক্ষত্রিয় বংশে চন্দ্রগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে পিতৃহীন চন্দ্রগুপ্তের মাতা তাকে নিয়ে তক্ষশীলায় বসবাস করতেন। এ সময় তক্ষশীলার বিখ্যাত পণ্ডিত চাণক্যের আনুকূলে চন্দ্রগুপ্ত প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করেন। গ্রিক মহাবীর আলেকজান্ডার ৩২৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পাঞ্জাব জয় করলে চন্দ্রগুপ্তের নির্ভীক আচরণে স্মৃতি আলেকজান্ডার রুষ্ট হয়ে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলে দ্রুত পালিয়ে চন্দ্রগুপ্ত আত্মরক্ষা করেন। কূটনীতিবিদ চাণক্য মগধরাজ ধনন্দ কর্তৃক অপমানিত হয়ে প্রতিশোধের সুযোগ খুঁজতে থাকেন। চন্দ্রগুপ্ত গ্রিক শিবির হতে পলায়নের পর চাণক্যের সহায়তায় সমরশক্তি গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। চাণক্যের সহায়তায় চন্দ্রগুপ্ত খ্রিস্টপূর্ব ৩২১ অব্দে মগধরাজ ধনন্দকে পরাজিত করে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাংলার উত্তরাংশ, বিহার ও উড়িষ্যার অংশবিশেষ নিয়ে ছিল মগধ। আলেকজান্ডারের ভারতবর্ষ ত্যাগের পর গ্রিক সেনাপতি সেলিউকাস পরাজিত করে চন্দ্রগুপ্ত বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র। চাণক্য ছিলেন তার প্রধানমন্ত্রী। চাণক্য এর বিখ্যাত ছদ্মনাম কৌটিল্য। রাষ্ট্রশাসন ও কূটনীতি কৌশলের সারসংক্ষেপ ছিল এই অর্থশাস্ত্র। চন্দ্রগুপ্তের সময়ে গ্রিক পরিব্রাজক মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষে আগমন করে ভারতের শাসন ব্যবস্থা, ভৌগোলিক বিবরণ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইন্ডিকা'তে লিপিবদ্ধ করেন। এই 'ইন্ডিকা' গ্রন্থ বর্তমানে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে পরিগণিত।

স্মৃতি অশোক (খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩-২৩২ অব্দ)

স্মৃতি অশোক ছিলেন প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ স্মৃতি। কথিত আছে যে, মৌর্য বংশের এই স্মৃতি তাঁর ৯৯ জন ভ্রাতাদের মধ্যে অধিকাংশকে পরাজিত করে এবং কোন কোন ভ্রাতাকে নির্মমভাবে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন। এজন্য তাকে 'চন্ডাশোক' বলা হয়। তাঁর শাসনামলে প্রাচীন পুণ্ড্র রাজ্যের স্বাধীন সত্তা বিলোপ হয়। মৌর্য সাম্রাজ্য বাংলায় উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। স্মৃতি অশোক সিংহাসনে আরোহণের অষ্টম বছরে কলিঙ্গ যুদ্ধে জয়ী হন। এ যুদ্ধে প্রায় এক লক্ষ লোক নিহত হয়। যুদ্ধের বিভীষিকা ও রক্তপাত দেখে তিনি অহিংস বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি ব্রাহ্মীলিপির পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং এ লিপিকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করেন। আমাদের বাংলা লিপির উৎপত্তিও ব্রাহ্মীলিপি থেকে।

তথ্য কণিকা

- মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য।
- প্রাচীন ভারতে সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় স্মৃতি- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য।
- সর্বশেষ মৌর্য স্মৃতি- বৃহদ্রথ।
- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন- চাণক্য, যার ছদ্মনাম কৌটিল্য।
- রাষ্ট্রশাসন ও কূটনীতি কৌশলের সারসংক্ষেপ 'অর্থশাস্ত্র'-এর রচয়িতা- প্রাচীন অর্থশাস্ত্রবিদ ও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধানমন্ত্রী কৌটিল্য।
- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজধানী ছিল- পাটলিপুত্র।
- মৌর্যযুগের গুপ্তচরকে ডাকা হতো- 'সঞ্চরার' নামে।
- মহারাজ অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে- কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে।
- বৌদ্ধধর্মের কনস্ট্যানটাইন বলা হয়- অশোককে।
- মেগাস্থিনিস ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের- রাজসভার গ্রিক দূত।



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

০১) মেগাস্থিনিস কার রাজসভার গ্রিক দূত ছিলেন?

- ক) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য খ) অশোক
গ) ধর্মপাল ঘ) সমুদ্রগুপ্ত

ক

০২) অর্থশাস্ত্র-এর রচয়িতা কে?

- ক) কৌটিল্য খ) বাণভট্ট
গ) আনন্দভট্ট ঘ) মেগাস্থিনিস

ক

০৩) কৌটিল্য কার নাম?

- ক) প্রাচীন রাজনীতিবিদ খ) প্রাচীন অর্থশাস্ত্রবিদ
গ) পণ্ডিত ঘ) রাজ কবি

খ

০৪) অশোক কোন বংশের স্মৃতি ছিলেন?

- ক) মৌর্য খ) গুপ্ত
গ) পুষ্যভূতি ঘ) কুশান

ক

০৫) কোন যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম প্রত্যক্ষ করে মহারাজ অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন?

- ক) হিদাস্পিসের যুদ্ধ খ) কলিঙ্গের যুদ্ধ
গ) মেবারের যুদ্ধ ঘ) পানিপথের যুদ্ধ

খ

০৬) বৌদ্ধ ধর্মের কনস্ট্যানটাইন কাকে বলা হয়?

- ক) অশোক খ) চন্দ্রগুপ্ত
গ) মহাবীর ঘ) গৌতম বুদ্ধ

ক



গুপ্ত যুগ

গুপ্তযুগকে প্রাচীন ভারতের স্বর্ণযুগ বলা হয়। এ যুগে সাহিত্য, বিজ্ঞান, ও শিল্পের খুবই উন্নতি হয়। গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শ্রীগুপ্ত। কিন্তু তিনি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। গুপ্ত আমলেও বাংলার রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র।

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত (৩২০-৩৪০ খ্রি.)

শ্রীগুপ্তের পৌত্র চন্দ্রগুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম রাজা। তিনি ৩২০ সালে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র। তিনি মগধ হতে এলাহাবাদ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন।

সমুদ্রগুপ্ত (৩৪০-৩৮০ খ্রি.)

সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন বিচক্ষণ কূটনীতিবিদ ও কুশলী যোদ্ধা। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, শক্তিমান মাত্রই যুদ্ধ করবে এবং শত্রু নিপাত করবে, অন্যথায় সে একদিন বিপন্ন হবে। সমগ্র পাক-ভারতকে একরাষ্ট্রে পরিণত করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং এ লক্ষ্যে রাজ্যজয়ের কারণে তাকে 'প্রাচীন ভারতের নেপোলিয়ন' আখ্যা দেয়া হয়। তিনি মগধ রাজ্যকে উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে নর্মদা নদী এবং পশ্চিমে চম্বল নদী পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। তিনি ছিলেন গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তার আমলে সমগ্র ছাড়া বাংলার অন্যান্য জনপদ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (৩৮০-৪১৫ খ্রি.)

তিনি উপমহাদেশ থেকে শুক শাসন বিলোপ করেন। মহাকবি কালিদাস ছিলেন তাঁর সভাকবি। তিনি 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেন এবং 'বিক্রমাব্দ' নামক সাল গণনা প্রবর্তন করেন। তিনি গুজরাট ও সৌরাষ্ট্র জয় করেন। তাঁর সময়ে গুপ্ত সাম্রাজ্য উন্নতির শিখরে পৌঁছে। তাঁর সামরিক শক্তির সাফল্য তাঁকে ইতিহাসে অমরত্ব দান করেছে। হনুদের আক্রমণ প্রতিহত করে

সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করেন। তিনি ছিলেন গুপ্ত বংশের সর্বশেষ শক্তিশালী নরপতি। তাঁর আমলে চীনা পর্যটক ফা-হিয়েন ভারতবর্ষে আগমন করেন। ১০ বছর ভারতে থাকাকালে তিনি ৭টি গ্রন্থ রচনা করেন। এর মাঝে 'ফো-কুয়ো-কিং' উল্লেখযোগ্য।

অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তি তার দরবারে ছিলেন। যেমন কালিদাস, বিশাখ দত্ত, আর্যদেব, সিদ্ধসেন, দিবাকর প্রমুখ। আর্যভট্ট ও বরাহমিহির ছিলেন সেই সময়ের বিখ্যাত বিজ্ঞানী। সবার আগে পৃথিবীর আয়তন ও বার্ষিক গতি নির্ণয় করেছিলেন আর্যভট্ট 'আর্য সিদ্ধান্ত' তার গ্রন্থের নাম। বরাহমিহির ছিলেন জ্যোতির্বিদ। তার গ্রন্থের নাম 'বৃহৎ সংহিতা'।

বুধগুপ্ত (৪৬৭-৪৯৬)

গুপ্ত বংশের শেষ শাসক ছিলেন বুধগুপ্ত (৪৬৭-৪৯৬)। তিনি ছিলেন দুর্বল শাসক এবং তাঁর সময়ে ৬ষ্ঠ শতকের প্রথম দিকে মধ্য এশিয়ার যাযাবর হুন জাতির আক্রমণে ভেঙ্গে যায় গুপ্ত সাম্রাজ্য।

তথ্য কণিকা

- গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা- প্রথম চন্দ্রগুপ্ত (৩২০ খ্রিস্টাব্দে)।
- গুপ্ত বংশের মধ্যে স্বাধীন ও শক্তিশালী রাজা ছিলেন- প্রথম চন্দ্রগুপ্ত।
- গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা- সমুদ্রগুপ্ত।
- 'ভারতের নেপোলিয়ন' হিসেবে অভিহিত- সমুদ্রগুপ্ত।
- চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারতবর্ষে আগমন করেন- দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে।
- দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের উপাধি ছিল- বিক্রমাদিত্য ও সিংহ বিক্রম।
- গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়- হুন জাতির আক্রমণে।



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

০১) চীন দেশের কোন ভ্রমণকারী গুপ্তযুগে বাংলাদেশে আগমন করেন?

- ক) হিউয়েন সাং খ) ফা হিয়েন
গ) আইসিং ঘ) উপরের সবগুলোই

০২) কোন যুগ প্রাচীন ভারতের স্বর্ণযুগ হিসেবে পরিচিত?

- ক) মৌর্যযুগ খ) গুপ্তযুগ
গ) কুষাণযুগ ঘ) গুপ্তযুগ

০৩) কোনটি প্রাচীন নগরী নয়?

- ক) কর্ণসুবর্ণ খ) উজ্জয়িনী
গ) বিশাখাপট্টম ঘ) পাটলিপুত্র

০৪) পরিব্রাজক কে?

- ক) পর্যটক খ) পরিদর্শক
গ) পরিচালক ঘ) কোনটিই নয়

০৫) চীনা পরিব্রাজক ফা হিয়েন কখন ভারতবর্ষে অবস্থান করেন?

- ক) ২০১-২১০ খ্রিস্টাব্দে
খ) ৪০১-৪১০ খ্রিস্টাব্দে
গ) ৭০২-৭০৮ খ্রিস্টাব্দে
ঘ) ৯০৫-৯১৪ খ্রিস্টাব্দে

০৬) বাংলায় প্রথম চৈনিক পরিব্রাজক কে?

- ক) ই-সিং খ) ফা হিয়েন
গ) হিউয়েন সাং ঘ) জেন ডং

গুপ্ত পরবর্তী বাংলা

প্রাচীনকালে এদেশকে বঙ্গ নামে অভিহিত করা হতো। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর বঙ্গদেশ দুটি স্বাধীন অংশে বিভক্ত হয়-প্রাচীন বঙ্গ রাজ্য ও গৌড়। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলার দক্ষিণাঞ্চল ছিল বঙ্গ রাজ্য এবং বাংলার পশ্চিমাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চল জুড়ে ছিল গৌড়। সপ্তম শতকে গৌড় বলতে বাংলাকে বুঝাতো। প্রাচীনকালে রাজারা তামার পাতে খোদাই করে বিভিন্ন ঘোষণা বা নির্দেশ দিতেন যেগুলোকে তাম্রশাসন বলা হত। স্বাধীন বঙ্গ রাজ্যের এরকম ৭টি তাম্রলিপি পাওয়া গেছে।

গৌড় রাজ্য ও রাজা শশাঙ্ক-

গৌড় রাজ্যের প্রথম স্বাধীন সার্বভৌম রাজা হলেন শশাঙ্ক। শশাঙ্ক প্রথম বাঙালি রাজা। তিনি হলেন প্রাচীন বাংলার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ নরপতি। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে ৬০৬ সালে রাজা শশাঙ্ক গৌড় রাজ্য শাসন করেন। তিনি ছিলেন গৌড়ের স্বাধীন সুলতান। তার রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী 'কর্ণসুবর্ণ'। এটি বর্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটি অঞ্চল। তার রাজ্যসীমা ছিল উত্তরে পুন্ড্রবর্ধন, দক্ষিণে উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলা, পশ্চিমে



বারানসী এবং পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব শশাঙ্কের রাজ্য ছিল না। রাজ্য বিস্তারের মাধ্যমে তিনি পূর্ব ভারতের সম্রাট হন এবং মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন।

৬৩৭ সালে রাজা শশাঙ্ক মারা যান। কথিত আছে, গয়ার বোধিবৃক্ষ ছেদন করায় শশাঙ্কের গায়ে ক্ষতরোগ হলে তিনি মারা যান। কূটনীতি ও সামরিক দক্ষতার মাধ্যমে শশাঙ্ক গৌড়ের চিরশত্রু মোখরী রাজবংশের উচ্ছেদ সাধন করেন। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী সম্রাট হর্ষবর্ধনের মোকাবেলায়ও নিজ ক্ষমতা ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হন। তিনি বাংলার প্রথম রাজা যিনি বাংলার বাইরে উত্তর ভারতে বাংলার আধিপত্য ও গৌরব বিস্তারে সমর্থ হন। তিনি প্রজাহিতৈষী শাসক ছিলেন। তবে বিখ্যাত চীনা পর্যটক হিউয়েন সাং হিন্দুধর্মের অনুসারী রাজা শশাঙ্ককে বৌদ্ধ ধর্মের নিগ্রহকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

তথ্য কণিকা

- বাংলার প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা- শশাঙ্ক।
- হিউয়েন সাং বৌদ্ধধর্মের নিগ্রহকারী হিসেবে অভিহিত করেছেন- শশাঙ্ককে।
- চীনা বৌদ্ধ পণ্ডিত হিউয়েন সাং ভারতে আসেন- হর্ষবর্ধনের আমলে।
- গৌড়ের স্বাধীন নরপতি ছিলেন- শশাঙ্ক।
- শশাঙ্কের রাজধানীর নাম ছিল- কর্ণসুবর্ণ।
- শশাঙ্কের উপাধি ছিল- মহাসামন্ত।

পুষ্যভূতি রাজ্য-

৬০৬ সালে রাজ্যবর্ধন শশাঙ্কের হাতে নিহত হলে হর্ষবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর সিংহাসনে আরোহণকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তিনি ‘হর্ষাব্দ’ নামক সাল গণনার প্রচলন করেন। সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি ভগ্নি রাজ্যত্রীকে উদ্ধারে ব্রতী হন এবং মিত্র কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মণের বাহিনীসহ গৌড়রাজ্য আক্রমণ করেন। তীব্র আক্রমণের আশঙ্কায় শশাঙ্ক সমুদ্রযুদ্ধ এড়াতে বন্দী রাজ্যত্রীকে মুক্তি দিয়ে পূর্বদিকে সরে যান। ভগ্নি উদ্ধার করে হর্ষবর্ধন থানেশ্বরে ফিরে আসেন। পরবর্তীতে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন গৌড় রাজ্য দখল করেন। প্রথম জীবনে হর্ষবর্ধন হিন্দু

ধর্মালম্বী হলেও পরবর্তীতে ‘মহাযানী বৌদ্ধ’ ধর্ম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধধর্ম প্রচারে এক বৌদ্ধ মহাসম্মেলনের আয়োজন করে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং তাঁর রাজত্বকালে ৬৩০-৬৪৪ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষ সফর করেন এবং তাঁর শাসনের বিভিন্ন দিক লিপিবদ্ধ করেন। হর্ষবর্ধনের দরবারে তিনি ৮ বছর কাটান। কনৌজ ছিল এ সময়ের রাজধানী। তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে ভারতের সবচেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয় বলে জানিয়েছেন। এটাকে বিশ্বের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় মনে করা হয়। হর্ষবর্ধন ছিলেন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা।

তথ্য কণিকা

- হর্ষাব্দ নামক সাল গণনা শুরু করেন- হর্ষবর্ধন।
- হর্ষবর্ধনের আগে ক্ষমতায় ছিল- রাজ্যবর্ধন।
- হর্ষবর্ধন প্রথম জীবনে ছিলেন- হিন্দু ধর্মালম্বী, পরবর্তীতে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন।
- হর্ষবর্ধনের আমলে ভারতবর্ষ সফর করেন- চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং।

মাৎস্যন্যায়-

শশাঙ্কের মৃত্যুর পরবর্তী একশত বছর অর্থাৎ ৭ম-৮ম শতকের অরাজকতা ও আইনশৃঙ্খলাহীন রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা হলো মাৎস্যন্যায়। এ সময় বড় কোন সাম্রাজ্য বা শক্তিশালী রাজা ছিল না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিনিয়ত যুদ্ধে লিপ্ত থাকতো। বড় মাছ যেমন ছোট মাছকে গ্রাস করে, সবল রাজ্য এভাবে দুর্বল রাজ্যকে গ্রাস করত বলে এ অবস্থাকে ‘মাৎস্যন্যায়’ বলা হয়। এই শোচনীয় অবস্থা দূর করার জন্য তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তি গোপালকে নেতা নির্বাচন করেন।

তথ্য কণিকা

- পাল তাম্র শাসনে শশাঙ্কের পর অরাজকতাপূর্ণ সময়কে (৭ম-৮ম শতক) বলে- মাৎস্যন্যায়।
- পুকুরে বড় মাছগুলো শক্তির দাপটে ছোট মাছ ধরে খেয়ে ফেলার পরিস্থিতিতে বলে- মাৎস্যন্যায়।
- ৭ম-৮ম শতকে বাংলার সবল অধিপতিরা গ্রাস করেছিল- ছোট অঞ্চলগুলোকে।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

- ০১) প্রাচীন গৌড় নগরীর অংশবিশেষ বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত?
- ক) কুষ্টিয়া খ) বগুড়া
- গ) কুমিল্লা ঘ) চাঁপাইনবাবগঞ্জ
- ০২) প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোকে গৌড় নামে একত্রিত করেন-
- ক) রাজা কণিষ্ক
- খ) বিক্রমাদিত্য
- গ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য
- ঘ) রাজা শশাঙ্ক
- ০৩) প্রাচীন বাংলার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ নরপতি কে?
- ক) হর্ষবর্ধন খ) শশাঙ্ক
- গ) গোপাল ঘ) লক্ষ্মণ সেন
- ০৪) হিউয়েন সাং বাংলায় এসেছিলেন যার আমলে-
- ক) সম্রাট অশোক খ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য
- গ) শশাঙ্ক ঘ) হর্ষবর্ধন

- ০৫) শশাঙ্কের রাজধানী ছিল-
- ক) কর্ণসুবর্ণ খ) গৌড়
- গ) নদীয়া ঘ) ঢাকা
- ০৬) বাংলার প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা হলেন-
- ক) ধর্মপাল খ) গোপাল
- গ) শশাঙ্ক ঘ) দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্ত
- ০৭) বাংলার ইতিহাসের প্রথম প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় কার শাসনামল থেকে?
- ক) সম্রাট অশোক
- খ) সম্রাট কণিষ্ক
- গ) রাজা শশাঙ্ক
- ঘ) রাজা গোপাল
- ০৮) সর্বপ্রথম বাঙালি রাজা কে?
- ক) শশাঙ্ক খ) হেমন্ত সেন
- গ) বিজয় সেন ঘ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য

পাল বংশ

৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলার অরাজক পরিস্থিতির অবসান ঘটে পাল রাজত্বের উত্থান এর মধ্য দিয়ে। বাংলার প্রথম বংশানুক্রমিক শাসন শুরু হয় পাল বংশের রাজত্বকালে। বাংলার প্রথম দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশ হলো পাল বংশ। পাল বংশের রাজারা একটানা চারশত বছর এদেশ শাসন করেছিলেন। এত দীর্ঘ সময় আর কোন রাজবংশ এদেশ শাসন করেনি। পাল বংশের রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। এসময় বাংলার রাজধানী ছিল পাহাড়পুর/সোমপুর।

গোপাল পাল (৭৫৬-৭৮১)

গোপাল পাল ছিলেন পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন উত্তরবঙ্গের একজন শক্তিশালী সামন্ত নেতা। রাজ্যের কলহ ও অরাজকতা দূর করার জন্য আমাত্যগণ ও সামন্তশ্রেণি গোপালকে রাজা নির্বাচন করেন। তিনি বাংলায় প্রথম বংশানুক্রমিক শাসন শুরু করেন। তিনি বিহারের উদন্তপুর বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণকারী গোপাল প্রায় সমগ্র বাংলায় প্রভুত্ব স্থাপন করেন।

ধর্মপাল (৭৮১-৮২১)

ধর্মপাল ছিলেন পাল বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট বা নরপতি। তিনি বাংলা থেকে পাঞ্জাবের জলন্ধর পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতের রাজ্য বিস্তার করেন। পাহাড়পুরের বিখ্যাত বৌদ্ধবিহার সোমপুর বিহার তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া মগধের বিখ্যাত বিক্রমশীলা বিহারও (বর্তমান ভাগলপুরে) তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। তার শাসনামলে উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তার করতে তিনি রাজবংশ প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। একটি বাংলার পাল বংশ, অন্যটি রাজপুতানার গুর্জর প্রতীহার বংশ এবং তৃতীয়টি দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশ। ইতিহাসে এ যুদ্ধ পরিচিত হয়েছে ত্রিশক্তি সংঘর্ষ (Tripartite War) নামে।

প্রথম মহীপাল (৯৯৫-১০৪৩)

মহীপাল বেনারস ও নালন্দার ধর্মমন্দির, দিনাজপুরের মহীপাল দিঘি, ফেনীর মহীপাল দিঘি খনন করেন। ফেনীতে এখনও মহীপাল স্টেশন নামে স্টেশন আছে।

দ্বিতীয় মহীপাল (১০৭৫-১০৮০)

তার শাসনামলে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলায় প্রথম সফল বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এ বিদ্রোহ কৈবর্ত বিদ্রোহ নামে পরিচিত। সে সময় জেলে, কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষকে কৈবর্ত বলা হত। কৈবর্ত বিদ্রোহকে অনেক সময় বরেন্দ্র বিদ্রোহ বা সামন্ত বিদ্রোহও বলা হয়। রাজা দ্বিতীয় মহীপাল কৈবর্ত বাহিনীকে আক্রমণ করতে গিয়ে নিজে নিহত হন।

রামপাল (১০৮২-১১২৪)

রামপালের মন্ত্রী ও সভাকবি সঙ্ক্যাকর নন্দী বিখ্যাত 'রামচরিত কাব্য' রচনা করেন। তিনি ছিলেন পাল বংশের শেষ রাজা। বরেন্দ্র এলাকায় পানির কষ্ট দূর করার জন্য তিনি অনেক দীঘি খনন করেন। দিনাজপুর শহরের নিকট যে রামসাগর রয়েছে তা রামপালের কীর্তি।

তথ্য কণিকা

- পাল বংশের রাজাগণ বাংলায় রাজত্ব করেছেন- প্রায় চারশ বছর।
- পাল রাজারা যে ধর্মাবলম্বী ছিলেন- বৌদ্ধ।
- পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা- গোপাল।
- পাল বংশের শেষ রাজা- রামপাল।
- নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে অবস্থিত 'সোমপুর বিহারের' প্রতিষ্ঠাতা- রাজা ধর্মপাল।



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

০১) 'মাৎস্যন্যায়' ধারণাটি কিসের সাথে সম্পর্কিত?

- ক) মাছবাজার
খ) ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা
গ) মাছ ধরার নৌকা
ঘ) আইন-শৃঙ্খলাহীন অরাজক অবস্থা

ঘ

০২) 'মাৎস্যন্যায়' বাংলার কোন সময়কাল নির্দেশ করে?

- ক) ৫ম - ৬ষ্ঠ শতক
খ) ৬ষ্ঠ - ৭ম শতক
গ) ৭ম - ৮ম শতক
ঘ) ৮ম - ৯ম শতক

গ

০৩) বাংলায় প্রথম বংশানুক্রমিক শাসন শুরু করেন-

- ক) শশাঙ্ক
খ) বখতিয়ার খলজি
গ) বিজয় সেন
ঘ) গোপাল

ঘ

০৪) বাংলার প্রথম দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশের নাম কি?

- ক) পাল বংশ
খ) সেন বংশ
গ) ভূইয়া বংশ
ঘ) গুরুর বংশ

ক

০৫) পাল বংশের রাজা কে?

- ক) গোপাল
খ) দেবপাল
গ) মহীপাল
ঘ) রামপাল

ক

০৬) পাল বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি কে?

- ক) গোপাল
খ) ধর্মপাল
গ) দেবপাল
ঘ) রামপাল

খ

০৭) পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারের নির্মাতা কে?

- ক) রামপাল
খ) ধর্মপাল
গ) চন্দ্রগুপ্ত মোর্য
ঘ) আদিশূর

খ

০৮) পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারটি কি নামে পরিচিত ছিল?

- ক) সোমপুর বিহার
খ) ধর্মপাল বিহার
গ) জগদল বিহার
ঘ) শ্রীবাহার

ক

০৯) নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে অবস্থিত বৌদ্ধ বিহার 'সোমপুর বিহার' কে নির্মাণ করেন?

- ক) গোপাল
খ) ধর্মপাল
গ) দেবপাল
ঘ) মহীপাল

খ



সেন বংশ

বাংলার ব্যাপক অংশ জুড়ে একাদশ শতাব্দীর মাঝ পর্বে প্রতিষ্ঠিত হয় শক্তিশালী সেন বংশের শাসন। সেন রাজাদের পূর্বপুরুষগণ ছিলেন দক্ষিণাত্যের কর্ণাটক অঞ্চলের অধিবাসী। বাংলার সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সামন্ত সেন। তিনি কর্ণাটক থেকে বৃদ্ধ বয়সে বাংলায় আসেন। তিনি প্রথমে বসতি স্থাপন করেন রাঢ় অঞ্চলে গঙ্গা নদীর তীরে। কিন্তু তিনি রাজ্য প্রতিষ্ঠা না করায় সেন বংশের প্রথম রাজার মর্যাদা দেওয়া হয় তার পুত্র হেমন্ত সেনকে।

হেমন্ত সেন (১০৭০-১০৯৬)

সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেন রাঢ় অঞ্চলে সেন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন সেন বংশের প্রথম রাজা। নদীয়া ছিল তার রাজধানী।

বিজয় সেন (১০৯৮-১১৬০)

হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন (১০৯৮-১১৬০) রাজ্যকে সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। বিজয় সেন বাংলাকে সর্বপ্রথম একক শাসনাধীন আনয়ন করেন। তিনি ত্রিবেণীর নিকট স্থায়ী নামানুসারে ‘বিজয়পুর’ নামে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁর দ্বিতীয় রাজধানী ছিল বিক্রমপুর (বর্তমান মুন্সীগঞ্জ জেলার রামপাল স্থানে)। সেন বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন বিজয় সেন।

বল্লাল সেন (১০৮৩-১১৭৮)

বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন ছিলেন বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী। তিনি ‘দানসাগর’ নামক স্মৃতিময় গ্রন্থ এবং ‘অভূত সাগর’ নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা করেন। বাংলায় ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, কায়স্থ প্রভৃতি জাতির মধ্যে তিনি কৌলিন্য প্রথার প্রচলন করেন।

লক্ষ্মণ সেন (১১৭৮-১২০৬)

সেন বংশের শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেন পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন বাংলার শেষ হিন্দু রাজা। ১২০৪ সালে বখতিয়ার খলজী লক্ষ্মণ সেনকে অতর্কিত আক্রমণ করলে তিনি পূর্ববঙ্গে পলায়ন করেন। এখানে আরো কিছুকাল রাজত্বের পর ১২০৬ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন বাংলার শেষ হিন্দু রাজা।

কেশব সেন (১২২৫-১২৩০)

কেশব সেন ছিলেন সেন রাজবংশের রাজা, যিনি ১২২৫-১২৩০ পর্যন্ত সেন রাজবংশের রাজত্ব করেন। লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যুর পর তার প্রথম পুত্র বিশ্বরূপ সেন (১২০৬-১২২৫) রাজা হন। বিশ্বরূপ সেনের পর রাজা হন কেশব সেন। বিশ্বরূপের শাসনামলেই কেশব সেন বিক্রমপুর শাসন করেন। কেশব সেন হলেন সেন বংশের শেষ রাজা।

তথ্য কণিকা

- সেন বংশের প্রথম রাজা বা প্রতিষ্ঠাতা- হেমন্ত সেন।
- সেন বংশের সর্বপ্রথম সার্বভৌম বা স্বাধীন রাজা- বিজয় সেন।
- সেন বংশ ও বাংলার শেষ হিন্দু রাজা- লক্ষ্মণ সেন।
- লক্ষ্মণ সেন ছিলেন- বৈষ্ণব ধর্মালম্বী।



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

০১) বাংলার শেষ হিন্দু রাজা কে ছিলেন?

- ক) বিজয় সেন খ) লক্ষ্মণ সেন
গ) হেমন্ত সেন ঘ) বল্লাল সেন

০২) কোনটি লক্ষ্মণ সেনের আমলে বাংলার রাজধানী ছিল?

- ক) ঢাকা খ) নদীয়া
গ) রাজমহল ঘ) দেবকোট

০৩) বাংলায় হিন্দুধর্মে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন করেন কে?

- ক) হেমন্ত সেন খ) বিজয় সেন
গ) বল্লাল সেন ঘ) লক্ষ্মণ সেন

০৪) বখতিয়ার খলজীর নিকট সেন বংশের কোন রাজা পরাজিত হন?

- ক) সামন্ত সেন খ) বিজয় সেন
গ) হেমন্ত সেন ঘ) লক্ষ্মণ সেন

বিভিন্ন শাসনামলে বাংলার রাজধানী

- মৌর্য যুগে বাংলার প্রাদেশিক রাজধানী ছিল পুণ্ড্রনগর।
- গৌড়ের রাজধানীর নাম কর্ণসুবর্ণ।

শাসনামল	রাজধানী
প্রাচীন আমল	সোনারগাঁও (১৩৩৮-১৩৫২ খ্রি:), গৌড় (১৪৫০-১৫৬৫ খ্রি:)
মুঘল আমল	সোনারগাঁও, ঢাকা
মৌর্য ও গুপ্ত বংশ	পাটলিপুত্র/গৌড়
আলাউদ্দিন হোসেন শাহ	একডালা
গৌড় রাজ্যের/শশাঙ্কের	কর্ণসুবর্ণ
খড়গ	কুমিল্লার কর্মাস্তবসাক

শাসনামল	রাজধানী
হর্ষবর্ধন	কনৌজ
মৌর্যযুগ/পুণ্ড্র জনপদ	পুন্ড্রনগর (বাংলার প্রাদেশিক)
প্রথম চন্দ্রগুপ্ত	পাটলিপুত্র
ঈসা খান	সোনারগাঁও
দেব রাজবংশ	দেবপর্বত
বর্মদেব	বিক্রমপুর
বুগরা খান	লক্ষণাবতী
সেন আমল/লক্ষণ সেন	নদীয়া বা নবদ্বীপ
গুপ্ত রাজবংশ	বিদিশা

উপমহাদেশে ইসলামের আগমন

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের রাজ্য বিস্তারের তিনটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, ইরাকের শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের দ্রাভুপুত্র ও জামাতা মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে ৭১২ খ্রিস্টাব্দের যুদ্ধে সিন্ধু রাজা দাহির পরাজিত ও নিহত হলে সিন্ধু ও মুলতান রাজ্য মুসলমানদের অধিকারে চলে আসে।

মুহাম্মদ বিন কাসিম

উমাইয়া খলিফা প্রথম ওয়ালীদদের সময় ইরাক ও পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। হাজ্জাজের দ্রাভুপুত্র ও জামাতা মুহাম্মদ বিন কাসিম ৭১২ খ্রিস্টাব্দে মাত্র সতের বছর বয়সে সিন্ধুর রাজা দাহিরকে পরাজিত করে সিন্ধুর বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করেন। একই বছরের মধ্যে তিনি মুলতানসহ পাঞ্জাবের দক্ষিণাংশ মুসলিম শাসনাধীনে আনয়ন করেন। এসময় নিম্নবর্ণের হিন্দুগণ মুহাম্মদ বিন কাসিমকে ব্যাপক সাহায্য করে। ৭১৫ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া খলিফার পরিবর্তন ঘটলে নতুন খলিফা মুহাম্মদ বিন কাসিমকে ডেকে পাঠান এবং অভিযোগ এনে বন্দী করেন। পরবর্তীতে বন্দী অবস্থায় মুহাম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যু হয়। বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের ফলে ভারতবর্ষে ইসলাম প্রসারের সূচনা ঘটে, আরব ও ভারতীয়দের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র স্থাপিত হয় এবং মুসলমানগণ ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসে। কিন্তু কাসিমের অকাল মৃত্যুতে উপমহাদেশে ইসলাম একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

সুলতান মাহমুদ

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান জয়ের প্রায় ৩০০ বছর পর দশম শতকের শেষদিকে দ্বিতীয় পর্যায়ে গজনির তুর্কি সুলতান আমীর সবুজগীন ও তৎপুত্র সুলতান মাহমুদ পুনঃপুন ভারত আক্রমণ করেন। ১০০০-১০২৭ সালের মধ্যে সুলতান মাহমুদ মোট ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেন।

ভারতে মুসলিম শাসন

ময়েজউদ্দীন মুহাম্মদ ঘুরী

ভারতবর্ষে প্রথম মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন মুহাম্মদ ঘুরী। সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর দেড়শত বছর পর মুহাম্মদ ঘুরী ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। মুহাম্মদ ঘুরী ছিলেন গজনির সুলতান শিহাবুদ্দীন ঘুরীর ভ্রাতা। তিনি বিভিন্ন

যুদ্ধের মাধ্যমে সমগ্র পাঞ্জাব দখল করেন। এরপর ভারতবর্ষে হিন্দু রাজ্যগুলো জয়ের মানসে আজমীর ও দিল্লীর চৌহান রাজা পৃথ্বীরাজের সাথে তুরাইনের প্রথম যুদ্ধ লিপ্ত হন ১১৯১ সালে। এ যুদ্ধে মুহাম্মদ ঘুরী পরাজিত হয়। অধিক শক্তি সঞ্চয় করে মুহাম্মদ ঘুরী ১১৯২ সালে তুরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজের মুখোমুখি হন। পৃথ্বীরাজ দেশীয় শতাবধিক রাজার সহযোগিতা নিয়েও মুহাম্মদ ঘুরীর নিকট পরাজিত হলে আজমীর ও দিল্লী মুসলমানদের দখলে আসে। তিনি মিরাট, অগ্রা প্রভৃতি জয় করে শাসনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং শাসনভার কুতুবুদ্দীন আইবকের উপর ন্যস্ত করেন। এরপর কুতুবুদ্দীন আইবক বারনসী, গোয়ালিয়র, কালিঞ্জর, বৃন্দেলখন্ড প্রভৃতি জয় করে ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

তথ্য কণিকা

- দাহির ছিলেন- সিন্ধু ও মুলতানের রাজা।
- যে মুসলিম সেনাপতি স্পেন জয় করেন- তারিক।
- আরবদের আক্রমণের সময় সিন্ধু দেশের রাজা ছিলেন- দাহির।
- প্রথম মুসলিম সিন্ধু বিজেতা ছিলেন- মুহাম্মদ-বিন-কাসিম।
- সুলতান মাহমুদের রাজসভার শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক ও জ্যোতির্বিদ ছিলেন- আল বেরুনী।
- প্রাচ্যের হোমার বলা হয়- মহাকবি ফেরদৌসীকে।
- ভারতে সর্বপ্রথম তুর্কী সাম্রাজ্য বিস্তার করেন- মুহাম্মদ ঘুরী।
- প্রথম তুরাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১১৯১ সালে, এ যুদ্ধে মুহাম্মদ ঘুরী পৃথ্বীরাজের কাছে পরাজিত হন।
- বাংলার মুসলমান রাজ্য সর্বাধিক বিস্তার লাভ করে- সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের আমলে।

বাংলায় মুসলিম শাসন

বখতিয়ার খলজীর বাংলা জয়

মুহাম্মদ ঘুরীর সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবকের অনুমতিক্রমে তুর্কি বীর ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী ১২০৪ সালে বাংলার শেষ স্বাধীন রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে বাংলা দখল করেন। বখতিয়ার খলজীর বাংলা অধিকারের মাধ্যমে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা হয়। তিনি দিনাজপুরের দেবকোটে বাংলার রাজধানী স্থাপন করেন। এভাবে মুহাম্মদ ঘুরী ভারতে মুসলিম রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হলেও বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ইখতিয়ার-উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী।

বাংলায় তুর্কি শাসন

বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রাথমিক পর্যায় ছিল ১২০৪ সাল থেকে ১৩৩৮ সাল পর্যন্ত। এ যুগের শাসনকর্তারা সকলেই দিল্লীর সুলতানের অধীনে বাংলার শাসনকর্তা হয়ে এসেছিলেন। অনেক শাসনকর্তাই দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীন হতে চেয়েছিলেন। তবে এদের বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। দিল্লীর আক্রমণের মুখে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। ঘন ঘন বিদ্রোহ সংঘটিত হওয়ার জন্য বাংলাকে বলা হত ‘বুলগাকপুর’ বা ‘বিদ্রোহের নগরী’।

হযরত শাহজালালের বাংলায় আগমন

হযরত শাহজালাল ছিলেন প্রখ্যাত দরবেশ ও ইসলাম প্রচারক। তিনি ১২৭১ খ্রিস্টাব্দে ইয়েমেনে (মতান্তরে তুরস্কে) জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত সুফী শাহ পরান ছিলেন তার ভাগ্নে এবং শিষ্য। সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজের শাসনামলে তিনি ৩৬০ জন শিষ্যসহ বাংলাদেশে আসেন। এ সময় সিলেটের রাজা ছিলেন গৌর গোবিন্দ। সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজের সৈন্যদল দু'বার সিলেট জয়ের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। হযরত শাহজালাল শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের সৈন্যদের সঙ্গে গৌর গোবিন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করেন। গৌর গোবিন্দ পরাজিত হয়ে সিলেট ত্যাগ করে জঙ্গলে আশ্রয় নেন। ঐ অঞ্চল মুসলমানদের অধিকারে আসে। হযরত শাহজালাল মৃত্যু অবধি সিলেটে অবস্থান করেন এবং তিনিই ঐ অঞ্চলে ইসলাম বিস্তারের অগ্রনায়ক। এখানে উল্লেখ্য যে, হযরত শাহজালাল এবং হযরত শাহ পরানের মাজার সিলেটে অবস্থিত।

দিল্লী সালতানাত**দাস বংশ (১২০৬-১২৯০)****সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেক (১২০৬-১২১০)**

ভারতে তুর্কি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হলেন কুতুবুদ্দিন আইবেক। তিনি ছিলেন গজনির সুলতান মুহম্মদ ঘুরীর ক্রীতদাস। মুহম্মদ ঘুরী তুরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করে কুতুবুদ্দিন আইবেককে অধিকৃত ভারতবর্ষের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ১২০৬ সালে মুহম্মদ ঘুরী মৃত্যুবরণ করলে কুতুবুদ্দিন ভারতবর্ষের সম্রাট হন। ঐতিহাসিক ড. শ্রীবাস্তবের মতে, তিনি ছিলেন সমগ্র হিন্দুস্তানের প্রথম মুসলিম সম্রাট।

১২১০ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। দানশীলতার জন্য তাকে ‘লাখবল্প’ বলা হত। দিল্লীর কুতুব মিনার নামক সুউচ্চ মিনারটির নির্মাণকাজ শুরু হয় তার শাসনামলে। তিনি মিনারটির নির্মাণকাজ শেষ করতে পারেননি। দিল্লীর বিখ্যাত সাধক কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকীর নামানুসারে এর নাম রাখা হয় কুতুবমিনার।

তথ্য কণিকা

- সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেক এর জীবন শুরু করেন- মুহাম্মদ ঘুরীর ক্রীতদাস হিসেবে।
- মুহাম্মদ ঘুরীর অনুমতিক্রমে ভারত বিজয় করে দিল্লিতে মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেন- সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেক।
- উপমহাদেশে স্থায়ী মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা- কুতুবুদ্দিন আইবেক।
- কুতুবুদ্দিন আইবেক ছিলেন- তুর্কিস্তানের অধিবাসী।
- কুতুবুদ্দিন আইবেক এর শাসনামলকে চিহ্নিত করা হয়- প্রাথমিক যুগের তুর্কি শাসন হিসেবে।
- দিল্লির প্রথম স্বাধীন সুলতান- কুতুবুদ্দিন আইবেক।
- দানশীলতার জন্য সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেককে বলা হত- ‘লাখবল্প’।

- দিল্লির কুতুবমিনারের নির্মাণ কাজ শুরু করেন- কুতুবুদ্দিন আইবেক।
- সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেকের মৃত্যু হয়- ১২১০ সালে।

সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ (১২১১-১২৩৬)

কুতুবউদ্দিন আইবেকের জামাতা ইলতুৎমিশ ১২১১ সালে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি দিল্লী সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কুতুব মিনার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করতে প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। তিনি ১২২৯ সালে বাগদাদের খলিফা আল মুনতাসির কর্তৃক ‘সুলতান-ই- আজম’ উপাধি প্রাপ্ত হন।

তার পুত্র নাসিরুদ্দিন মাহমুদ বিদ্রোহী সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজিকে পরাজিত করে বাংলাকে দিল্লীর শাসনাধীনে আনয়ন করেন। ইলতুৎমিশ চল্লিশজন তুর্কি সেনাপতির নেতৃত্বে এক বিরাট তুর্কি বাহিনী গঠন করেন। ইলতুৎমিশের এ চল্লিশজন সেনাপতি ইতিহাসে ‘বিশিষ্ট চল্লিশ’ নামে পরিচিত।

তথ্য কণিকা

- কুতুবুদ্দিন আইবেকের জামাতা ছিলেন- শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ।
- প্রাথমিক যুগে তুর্কি সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন- ইলতুৎমিশ।
- দিল্লির সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়- শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশকে।
- ভারতে মুসলমান শাসকদের মধ্যে প্রথম মুদ্রা প্রচলন করেন- সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ।
- ইলতুৎমিশের উপাধি ছিল- সুলতান-ই আযম।
- কুতুব মিনারের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন- সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ।

সুলতানা রাজিয়া (১২৩৬-১২৪০)

সুলতানা রাজিয়া ছিলেন ইলতুৎমিশের কন্যা। তিনি ছিলেন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণকারী প্রথম মুসলিম নারী। ১২৩৬ সালে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং আমাত্যদের চক্রান্তে মাত্র ৪ বছর পরই ১২৪০ সালে তিনি সিংহাসনচ্যুত হন।

তথ্য কণিকা

- ইলতুৎমিশের কন্যার নাম- সুলতানা রাজিয়া।
- সুলতানা রাজিয়া দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন- ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে।
- দিল্লির সিংহাসনে আরোহণকারী প্রথম মুসলমান নারী- সুলতানা রাজিয়া।

সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ (১২৪৬-১২৬৬)

বাংলার প্রথম তুর্কি শাসনকর্তা ছিলেন ইলতুৎমিশের পুত্র সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ। সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনের জন্য ফকির বাদশাহ নামে তিনি পরিচিত ছিলেন। তিনি কুরআন অনুলিখন ও টুপি সেলাই করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন (১২৬৬-১২৮৭)

সুলতান গিয়াসউদ্দিন বিদ্যোৎসাহী এবং গুণীজনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ভারতের তোতা পাখি নামে পরিচিত আমীর খসরু তাঁর দরবার অলংকৃত করেন। রক্তপাত ও কঠোর নীতি তাঁর শাসনের বৈশিষ্ট্য ছিল।

খলজী বংশ (১২৯০-১৩২০)

সুলতান আলাউদ্দিন খলজী (১২৯৬-১৩১৬)

তিনি ছিলেন দিল্লী সালতানাতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক। ১৩০৬ সালে সুলতান আলাউদ্দিন খলজী সেনাপতি মালিক কাফুরের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম দাক্ষিণাত্য জয় করেন। এর পূর্বে উভয় ভারতের কোন নরপতি দুর্গম পার্বত্যঞ্চল অতিক্রম করে দাক্ষিণাত্য জয় করতে পারেননি। তিনি বাজার ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা প্রবর্তন করেন এবং জিনিসপত্রের দাম নির্দিষ্ট হারে বেধে দেন। পর্যটক ইবনে বতুতা আলাউদ্দিন খলজীকে দিল্লীর শ্রেষ্ঠ সুলতান বলে অভিহিত করেছেন। বিখ্যাত আরাই দরওয়াজা তারই কীর্তি। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারনী, কবি হোসেন দেহলবী, কবি আমির খসরু প্রমুখ গুণীজন তার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন।

তথ্য কণিকা

- আলাউদ্দিন খলজীকে দিল্লীর শ্রেষ্ঠ সুলতান বলে অভিহিত করেন- পর্যটক ইবনে বতুতা।
- দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের উপর হস্তক্ষেপ করেন- আলাউদ্দিন খলজী।
- বিখ্যাত আরাই দরওয়াজা- আলাউদ্দিন খলজীর কীর্তি।
- যে সকল গুণীজনকে আলাউদ্দিন পৃষ্ঠপোষকতা করেন- ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারনী, কবি হোসেন দেহলবী, কবি আমির খসরু প্রমুখ।
- প্রথম মুসলমান শাসক হিসেবে দক্ষিণ ভারত জয় করেন- আলাউদ্দিন খলজী।
- দক্ষিণাত্যের দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করা হয়- মালিক কাফুর নেতৃত্বে (১৩০৬ খ্রিস্টাব্দে)।

তুঘলক বংশ (১৩২০-১৪১৩)

মুহম্মদ বিন তুঘলক (১৩২৫-১৩৫১)

তিনি ১৩২৬ সালে রাজধানীর দিল্লি থেকে দেবগিরিতে স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু নানা কারণে কর্মচারীদের দেবগিরি পছন্দ না হওয়ায় এবং উত্তর ভারতে মঙ্গলদের আক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় তিনি রাজধানী দিল্লিতে ফেরত আনেন। তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্তে প্রতীক তামার নোট প্রচলন করেন। অর্থাৎ তিনি ভারতে প্রথম প্রতীক মুদ্রা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। প্রতীক মুদ্রা জাল না হওয়ার জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন তা সে যুগে ছিল না। ফলে ব্যাপকভাবে মুদ্রা জাল হতে থাকে। এজন্য সুলতানকে এ পরিকল্পনা ত্যাগ করতে হয়। তাঁর রাজত্বকালে ১৩৩৩ সালে ইবনে বতুতা ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং সুলতানের কাজীর পদ গ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে ৮ বছরকাল উক্ত পদে বহাল ছিলেন। অতঃপর সুলতানের বিরাগভাজন হয়ে কারারুদ্ধ হন। সুলতান এই বিদেশী পর্যটকের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে ক্ষমা প্রদর্শন করেন।

তথ্য কণিকা

- দিল্লি থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর করেন (১৩২৬-২৭ খ্রিস্টাব্দে)- মুহম্মদ বিন তুঘলক।
- উত্তর ভারতে মোঙ্গলদের আক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় পুনরায় রাজধানী দিল্লিতে ফেরত আনেন- মুহম্মদ বিন তুঘলক।
- মুহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আগমন করেন- ইবনে বতুতা।

- সোনা ও রূপার মুদ্রার পরিবর্তে প্রতীক তামার মুদ্রা প্রচলন করে মুদ্রামান নির্ধারণ করে দেন- মুহম্মদ বিন তুঘলক।
- ইবনে বতুতাকে প্রথমে দিল্লীর কাজী এবং পরবর্তীতে চীনের রাষ্ট্রদূত করেন- মুহম্মদ বিন তুঘলক।

খান জাহান আলী

খান জাহান আলী ছিলেন একজন মুসলিম ধর্ম প্রচারক এবং বাংলাদেশের বাগেরহাটের একজন স্থানীয় শাসক। তিনি ১৩৬৯ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। খান জাহান আলী ১৩৮৯ সালে তুঘলক সেনাবাহিনীতে সেনাপতির পদে যোগদান করেন। তিনি রাজা গণেশকে পরাজিত করে বাংলার দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে ইসলামের পতাকা উড্ডীয়ন করেন। তিনি বাগেরহাট জেলায় বিখ্যাত ষাটগম্বুজ মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীতে (১৪৩৫-১৪৫৯ খ্রি:) এটি নির্মাণ করেন। মসজিদের নাম ষাটগম্বুজ হলেও মসজিদের গম্বুজ সংখ্যা ৮১টি। মসজিদের ভিতরে ষাটটি স্তম্ভ বা পিলার আছে। মসজিদের চারকোণায় চারটি মিনার আছে। এটি বাংলাদেশের মধ্যযুগের সবচেয়ে বড় মসজিদ। ১৯৮৩ সালে ইউনেস্কো একে বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করে।

মাহমুদ শাহ

তুঘলক বংশের শেষ সুলতান ছিলেন মাহমুদ শাহ। বিখ্যাত তুর্কি বীর তৈমুর ছিলেন এসময় মধ্য এশিয়ার সমরখন্দের অধিপতি। শৈশবে তার একটি পা খোঁড়া হয়ে যায় বলে তিনি তৈমুর লঙ নামে অভিহিত। মধ্য এশিয়ায় বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনের লক্ষ্যে ১৩৯৮ সালে তৈমুর ভারত আক্রমণ করেন। তৈমুরকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা মাহমুদ শাহের ছিল না। তিনি বিনা বাধায় দিল্লীতে প্রবেশ করেন। প্রায় তিন মাস ধরে অবাধ হত্যা ও লুণ্ঠনের পর তিনি বিপুল সম্পদ নিয়ে স্বদেশে ফিরে যান।

তথ্য কণিকা

- তুঘলক বংশের শেষ সুলতান ছিলেন- মাহমুদ শাহ।
- তৈমুর লঙ-এর ভারত আক্রমণে পরাজিত হন- মাহমুদ শাহ।
- বিখ্যাত তুর্কি বীর তৈমুর ছিলেন- মধ্য এশিয়ার সমরখন্দের অধিপতি।
- তৈমুর লঙ ভারত আক্রমণ করেন- ১৩৯৮ সালে।

লোদী বংশ (১৪৫১-১৫২৬)

ইব্রাহীম লোদী

১৫২৬ সালে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের নিকট দিল্লীর লোদী বংশের সর্বশেষ সুলতান ইব্রাহীম লোদীর পরাজয়ের মাধ্যমে দিল্লী সালতানাতের পতন ঘটে।

তথ্য কণিকা

- দিল্লীর লোদী বংশের সর্বশেষ সুলতান- ইব্রাহীম লোদী।
- দিল্লীর সালতানাতের পতন ঘটে- ইব্রাহীম লোদীর পরাজয়ের মাধ্যমে।

বাংলায় স্বাধীন সুলতানী শাসন

দিল্লীর সুলতানগণ ১৩৩৮-১৫৩৮ এ দুইশত বছর বাংলাকে তাদের অধিকারে রাখতে পারেনি। এ সময় বাংলার সুলতানরা স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করে।

ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ (১৩৩৮-১৩৪৯)

বাংলায় স্বাধীন সুলতানী আমল শুরু হয় ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের আমল থেকে। তিনি ছিলেন বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান। বাংলা ছিল দিল্লীর তুঘলক সুলতান শাসিত অঞ্চল। এটি ছিল তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত-সোনারগাঁও

(শাসক বাহরাম খান), সাতগাঁও (শাসক ইয়াজউদ্দিন ইয়াহিয়া) ও লখনৌতি (শাসক কদর খান)।

১৩৩৮ সালে সোনারগাঁওয়ের শাসনকর্তা বাহরাম খানের মৃত্যুর পর তাঁর প্রধান সিলাহদার (বর্মরক্ষক) ফখরা স্বাধীনতা ঘোষণা করে ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ নাম দিয়ে সোনারগাঁওয়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এসময় লখনৌতিতে কদর খানকে হত্যা করে সেনাপতি আলী মুবারক, সুলতান আলাউদ্দিন আলী শাহ নামধারণ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং তাঁর রাজধানী লখনৌতি থেকে ফিরুজাবাদে (পাভুয়া) স্থানান্তরিত করেন।

ফখরুদ্দিনের স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্যে দিয়ে বাংলায় স্বাধীন সুলতানী আমলের সূচনা হয়। ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ দিল্লীর হস্তক্ষেপের বাইরে স্বাধীনভাবে বাংলার একাংশ শাসন করেন। তিনি ১৩৪৯ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তার ১১ বছরের শাসনামলের উল্লেখযোগ্য দিক হলো চট্টগ্রাম অঞ্চলে মুসলিম শাসন বিস্তার।

মরক্কোর বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা ১৩৩৩ সালে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি ১৩৪৫-৪৬ সালে ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের সময়ে হযরত শাহজালালের সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে সিলেট আগমন করেন। সিলেট থেকে নৌপথে তিনি রাজধানী সোনারগাঁও আসেন। বাংলার তৎকালীন সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে মূল্যবান তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করেন। তিনি সোনারগাঁকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর নগরী রূপে বর্ণনা করেন এবং চীন, ইন্দোনেশিয়া ও মালয় দ্বীপপুঞ্জের সাথে এর সরাসরি বাণিজ্যিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন। বাংলায় খাদ্যসামগ্রীর প্রাচুর্য এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য বাংলাকে তিনি ‘ধনসম্পদপূর্ণ নরক’ বা দোযখপুর ‘নিয়ামত’ বলে আখ্যায়িত করেন। তাঁর ‘কিতাবুল রেহেলা’ গ্রন্থে তৎকালীন বাংলার বর্ণনা রয়েছে।

সুলতানী আমলে বাংলার রাজধানী ছিল সোনারগাঁও ও গৌড়। ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের রাজধানী ছিল সোনারগাঁও। মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইখতিয়ারউদ্দিন গাজী শাহ সোনারগাঁও এর শাসনকর্তা হন। ১৩৫৩ সালে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ সোনারগাঁও দখল করলে গাজী শাহের শাসনের অবসান ঘটে।

ইলিয়াস শাহী বংশ (১৩৪২-১৪১২)

সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ

হাজী ইলিয়াস ১৩৪২ সালে লখনৌতির শাসনকর্তা আলাউদ্দিন আলী শাহকে হত্যা করে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ নাম ধারণ করে লখনৌতির সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১৪৩৫ সালে সাতগাঁও দখল করেন। এরপর তিনি ত্রিপুরা, নেপাল, উড়িষ্যা, বরানসী জয় করেন। ১৩৫২ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন গাজী শাহকে পরাজিত করে সোনারগাঁও দখল করে সমগ্র বাংলায় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এ ভূখন্ডের নামকরণ করেন ‘মূলক-ই-বাঙ্গালাহ’ এবং নিজেকে ‘শাহ-ই-বাঙ্গালাহ’ হিসেবে ঘোষণা করেন। তিনি প্রথম স্বাধীন নরপতি যিনি বাঙালি হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করেন। তাঁর সময়ে সমগ্র বাংলা ভাষী অঞ্চল পরিচিত হয়ে ওঠে ‘বাঙ্গালাহ’ নামে। ‘বাঙ্গালাহ’ শব্দটির প্রচলন করেন ইলিয়াস শাহ। তিনি রাজধানী গৌড় (লখনৌতি) হতে পাভুয়ায় স্থানান্তরিত করেন। ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ বাংলার স্বাধীনতা সূচনা করলেও প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেন শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ। তার রাজত্বকালে বিখ্যাত সুফী সাধক শেখ সিরাজ উদ্দিন ও শেখ বিয়াবানী বাংলায় এসেছিলেন। দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক ১৩৫৩ সালে বাংলা আক্রমণ করলে ইলিয়াস শাহ একডালা দুর্গে আশ্রয় নেন। দিল্লী বাহিনী একডালা দুর্গ জয় করতে না পেরে সন্ধি করে দিল্লী ফিরে যান। তিনি ত্রিপুরার রাজ রত্ন-ফাঁ কে ‘মাণিক্য’ উপাধি দেন এবং সেই থেকে ত্রিপুরার রাজাগণ ‘মাণিক্য’ উপাধি ধারণ করে আসছে।

সুলতান সিকান্দার শাহ

ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকান্দার শাহ মালদহের বড় পাভুয়ার বিখ্যাত আদিনা মসজিদ নির্মাণ করেন ১৩৫৮ সালে। গৌড়ের কোতওয়ালী দরজা তাঁর অমরকীর্তি।

গিয়াসউদ্দিন-আজম-শাহ

এ যুগের সবচেয়ে জনপ্রিয় সুলতান ছিলেন গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ। তিনি বাংলা ভাষার পরম পৃষ্ঠপোষক ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। তার সময়ে প্রথম বাঙালি মুসলমান কবি শাহ মুহম্মদ সগীর ‘ইউসুফ জোলেখা’ কাব্য রচনা করেন। সুলতান গিয়াসউদ্দিন পারস্যের বিখ্যাত কবি হাফিজের সাথে পত্র বিনিময় করতেন। তিনি হাফিজকে বাংলায় আগমনের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তাঁর আমলে বিখ্যাত মুসলিম সাধক শেখ নুরুদ্দীন কুতুব-উল আলম ইসলাম চর্চার প্রয়োগ করেন। এ সময়ে মা ছয়ান নামক চীনা পর্যটক বাংলা সফর করেন। বর্তমানে সোনারগাঁয়ে গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের মাজার রয়েছে।

তথ্য কণিকা

- ইখতিয়ার উদ্দিন গাজী শাহের পর সোনারগাঁয়ের ক্ষমতা দখল করেন- শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ।
- ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা- শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ।
- গিয়াসউদ্দিনের আমন্ত্রণের জবাবে কবি হাফিজ তাকে উপহার পাঠান- একটি গজল।
- যে সুলতান ‘শাহ-ই-বাঙ্গাল’ উপাধি লাভ করেন- ইলিয়াস শাহ।
- যে মুসলমান শাসক সর্বপ্রথম সমগ্র বাংলার অধিপতি হন-ইলিয়াস শাহ।
- বাংলার প্রথম মুসলমান সুলতান ছিলেন- শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ।
- ‘বাঙ্গালাহ’ নামের প্রচলন করেন- শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ।

হুসেন শাহী শাসন (১৪৯৩-১৫৩৮)

আলাউদ্দিন হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯)

সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ হলেন বাংলার সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (১৪৯৩-১৫১৯) শাসক ছিলেন। তাঁর সময়ে সেনাপতি পরাগল খানের উৎসাহে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের একাংশ বাংলায় অনুবাদ করেন। পরাগল খানের পুত্র ছুটি খানের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীকর নন্দী মহাভারতের একাংশ বাংলায় অনুবাদ করেন। সুলতান হুসেন শাহের সময়ে কবি মালাধর বসু ও বিজয় গুপ্ত তার রাজসভা অলংকৃত করেন। মালাধর বসুকে সুলতান ‘গুণরাজ খান’ উপাধি দান করেন। সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের হিন্দু প্রজাগণ তাঁকে ‘নৃপতি তিলক’ ও ‘জগৎ ভূষণ’ উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁকে বাদশাহ আকবরের সাথে তুলনা করা হয়। বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক শ্রী চৈতন্যদেব তাঁর নিকট খুব সম্মান লাভ করেন। তিনি গৌড়ের ‘ছোট সোনা মসজিদ’ নির্মাণ করেন। তাঁর সময়ে বাংলার রাজধানী ছিল গৌড়ের একডালা।

তথ্য কণিকা

- নুসরত শাহ-এর মৃত্যুর পর বাংলার সিংহাসনে বসেন- আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ।
- নুসরত শাহ-এর পুত্রের নাম-আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ।
- আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহের শাসনকাল ছিল-মাত্র নয় মাস।
- আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহকে হত্যা করেন- তাঁর চাচা গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ।
- আলাউদ্দিন হুসেন শাহের সেনাপতি- পরাগল খান ও ছুটি খান।

- হুসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন- বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপলাই ও যশোরাজ খান প্রমুখ।
- গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ ও গুমতিদ্বার নির্মিত হয়- হুসেন শাহের আমলে।
- বাংলাদেশের আকবর বলা হতো যে নরপতিকে- হুসেন শাহকে।
- হুসেন শাহী বংশের সুলতানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন- আলাউদ্দিন হুসেন শাহ। তিনি ২৫ বছর (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি. পর্যন্ত) ক্ষমতায় ছিলেন।
- আলাউদ্দিন হুসেন শাহের রাজধানী ছিল- একডালা।
- নৃপতি তিলক, জগৎ ভূষণ ও কৃষ্ণাবন উপাধিতে ভূষিত হন- আলাউদ্দিন হুসেন শাহ।

নাসির উদ্দিন নুসরাত শাহ

আলাউদ্দিন হুসেন শাহের পুত্র নুসরাত শাহ (১৫১৯-১৫৩২) গৌড়ের 'বড় সোনা মসজিদ' (বার দুয়ারী মসজিদ) এবং 'কদম রসুল মসজিদ' নির্মাণ করেন। ১৫২৯ সালে সম্রাট বাবর নুসরাত শাহের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলে নুসরাত শাহ পরাজিত হন এবং বাবরের সাথে সন্ধি করেন। তাঁর সময়ে কবি শ্রীধর 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করেন।

গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ

বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতান ছিলেন গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ। ১৫৩৮ সালে শের শাহ সুলতান মাহমুদ শাহকে পরাজিত করে গৌড় দখল করলে বাংলার দু'শ বছরের স্বাধীন সুলতানী শাসনের অবসান ঘটে।

তথ্য কনিকা

- আলাউদ্দিন হুসেন শাহ-এর পুত্রের নাম- নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহ।
- নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহ-এর উপাধি- আবু মুজাফফর নুসরাত শাহ।
- গৌড়ের বারদুয়ারী বা বড় সোনা মসজিদ স্থাপত্য শিল্পে অবদান রাখেন- নুসরাত শাহ।
- কদম রসুল মসজিদ স্থাপত্য শিল্পে অবদান রাখেন- নুসরাত শাহ।
- বাগেরহাটের 'মিঠা পুকুর' এর নির্মাতা- নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহ।

এক নজরে স্বাধীন সুলতানী আমল

স্বাধীন সুলতানী আমল		
ইলিয়াস শাহী বংশ	ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ	বাংলার ১ম স্বাধীন সুলতান ইবনে বতুতা আসেন ইবনে বতুতা মরক্কোর অধিবাসী
	শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ	সমগ্র বাংলার ১ম মুসলিম সুলতান সকল জনপদ একত্রে 'বাংলা/বাঙ্গালা', উপাধি- 'শাহ-ই-বাঙ্গালাহ', আশ্রয় নেন- একডালা দুর্গে
	সুলতান সিকান্দার শাহ	নির্মাণ করেন- পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ ফিরোজ শাহের সঙ্গে যুদ্ধ করেন- একডালা দুর্গে
	গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ	পারস্যের কবি হাফিজের সঙ্গে সুসম্পর্ক ছিল। কবি হাফিজকে আমন্ত্রণ জানান চীনের সঙ্গে বাংলার সুসম্পর্ক হয়
	(রাজা গণেশ; মাঝের কিছু সময় রাজা গণেশ ও তার বংশধররা শাসন করেন)	
	নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ	গৌড়তে নগর দুর্গ ও প্রাসাদ নির্মাণ করে।

ইলিয়াস শাহী বংশ	আলাউদ্দিন হুসেন শাহ	নির্মাণ করেন- গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ
	নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহ	গৌড়ের বড় সোনা মসজিদ কদম রসুল
	গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ	হোসেন শাহী বংশের সর্বশেষ সুলতান

এক নজরে বিভিন্ন পরিব্রাজকের বাংলায় আগমন

পরিব্রাজকের নাম	জাতীয়তা	বাংলায় আগমন সাল	তৎকালীন এদেশীয় শাসক
মেগাস্থিনিস	গ্রীক	খ্রিস্টপূর্ব ৩০২	প্রথম চন্দ্রগুপ্ত
ফা-হিয়েন	চীনা	৪০১-৪১০ খ্রিস্টাব্দ	দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত
হিউয়েন সাং	চীনা	৬৩০ খ্রিস্টাব্দ	হর্ষবর্ধন
ইবনে বতুতা	মরক্কীয়	১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দ (ভারতে আগমন)	দিল্লীর সুলতান মোহাম্মদ বিন তুঘলক
		১৩৪৫ খ্রিস্টাব্দ (বাংলায় আগমন)	বাংলার সুলতানঃ ফররুদ্দিন মুবারক শাহ
মা-হুয়ান	চীনা	১৪০৬	গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ

আফগান/শূর শাসন (১৫৪০-১৫৫৫)

শের শাহ (১৫৪০-১৫৪৫)

১৫৩৯ সালে চৌসারের যুদ্ধে মুঘল সম্রাট হুমায়ুনকে পরাজিত করে শের খান 'শের শাহ' উপাধি নেন। তিনি নিজেকে বিহারের স্বাধীন সুলতান হিসাবে ঘোষণা করেন। ১৫৪০ সালে তিনি বাংলা দখল করেন। একই বছর তিনি হুমায়ুনকে পরাজিত করে দিল্লী অধিকার করে উপমহাদেশে আফগান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

তিনি সড়ক-ই-আজম নামে বাংলাদেশের সোনারগাঁ থেকে লাহোর পর্যন্ত ৪৮৩০ কি.মি. দীর্ঘ একটি মহাসড়ক নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে ইংরেজগণ এ রাস্তা সংস্কার করে নাম দেন গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড। তিনি ডাক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ঘোড়ার মাধ্যমে ডাক আনা নেওয়ার ব্যবস্থা করেন। যা ঘোড়ার ডাক নামে পরিচিত।

শের শাহ কবুলিয়াত ও পাট্টার প্রচলন করেন। কৃষকগণ তাদের অধিকার ও দায়িত্ব বর্ণনা করে সরকারকে কবুলিয়াত নামে দলিল সম্পাদন করে দিত আর সরকার পক্ষ থেকে জমির উপর জনগণের স্বত্ব স্বীকার করে নিয়ে পাট্টা দেওয়া হত। তিনি মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কার করে দাম নামক রূপার মুদ্রার প্রচলন করেন।

বাংলার স্বাধীন শূর/আফগান বংশ

শের শাহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী ইসলাম শাহের রাজত্বকাল পর্যন্ত (১৫৪৫-১৫৫৩ খ্রি.) বাংলাদেশ দিল্লীর অধীনে ছিল। ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে আফগানদের মধ্যে যে ভীষণ গৃহযুদ্ধ শুরু হয়, তাতে আফগান সাম্রাজ্য বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই সময়ে বাংলার শাসনকর্তা মুহাম্মদ খান শূর স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং মুহাম্মদ শাহ শূর উপাধি ধারণ করেন। আফগানদের গৃহযুদ্ধের সুযোগে আরাকানের মগ রাজা মেং বেং চট্টগ্রাম দখল করেন। মুহাম্মদ শাহ শূর মগদেরকে পরাজিত করে চট্টগ্রাম পুনরুদ্ধার করেন এবং আরাকান অধিকার করেন। কিন্তু আরাকানের উপর তাঁর অধিকার বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। মুহাম্মদ শাহ উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে

মুহম্মদ আদিল শাহ শূরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। তিনি বিহার জয় করেন এবং আশ্রয় দিকে অগ্রসর হন। আদিল শাহের সেনাপতি হিমু চাপ্পরঘাটার যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন ১৫৫৫ খ্রি। মুহম্মদ শাহ শূরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বাহাদুর শাহ শূর গৌড়ের সিংহাসনে উপবেশন করেন। বাহাদুর শাহ শূর পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আদিলের শূরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং সুরজগড়ের নিকট এক যুদ্ধে তাঁকে পরাজিত ও নিহত করেন ১৫৫৭ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে। বাহাদুর শাহ দক্ষিণ বিহারের শাসনভার তাজ খান কররানীর উপর ন্যস্ত করেন এবং গৌড় প্রত্যাবর্তন করেন। ১৫৬০ খ্রি. বাহাদুর শাহ শূরের মৃত্যু হয়। তাঁর ভ্রাতা ও উত্তরাধিকারী জালাল শাহ শূর তিন বৎসর রাজত্ব করে ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। জালাল শাহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী গিয়াসউদ্দীন নামক এক ব্যক্তির হাতে প্রাণ হারান। গিয়াসউদ্দীন গৌড়ের সিংহাসন আত্মসাৎ করেন। তার ফলে বাংলায় শূর আফগান বংশের রাজত্বের অবসান হয়।

বাংলায় কররানী আফগান শাসন

কররানী আফগান বংশীয় তাজ খান ও সুলায়মান খান কনৌজের যুদ্ধে কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। তার পুরস্কারস্বরূপ শের শাহ তাদের দক্ষিণ বিহারের খাসপুরে তানডায় জায়গির দান করেন। ইসলাম শাহের রাজত্বকালে তাজ খান কররানী সেনাপতি ও কূটনৈতিক পরামর্শদাতা রূপে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ইসলাম শাহের বালকপুত্র ও উত্তরাধিকারী ফিরোজের সময়ে তাজ খান উজির নিযুক্ত হন। ফিরোজকে হত্যা করে তার মাতুল মুহম্মদ আদিল শূর সিংহাসন আত্মসাৎ করেন। এই সময়ে তাজ খান প্রাণ রক্ষার জন্য রাজধানী গোয়ালিয়র থেকে পলায়ন করেন। তিনি দক্ষিণ বিহারে তাঁর ভ্রাতা সুলায়মান, ইমাদ ও ইলিয়াসের সঙ্গে মিলিত হন এবং সেখানে প্রাধান্য স্থাপন করেন।

১৫৫৭ খ্রিস্টাব্দে তাজ খান কররানী নামমাত্র বাংলার সুলতান বাহাদুর শাহ শূরের বশ্যতা স্বীকার করেন। কিছুদিন পর তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হয়ে পড়েন। বাংলার সিংহাসনের প্রতিও তাঁর দৃষ্টি ছিল। তিনি সুযোগের অবশেষে ছিলেন। অজ্ঞাতনামা গিয়াসউদ্দীন যখন শূর বংশের সিংহাসন আক্রমণ

করেন, তখন সুযোগ বুঝে ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে তাজ খান ও তাঁর ভ্রাতারা গৌড় আক্রমণ করেন এবং গিয়াসউদ্দীনকে পরাজিত ও নিহত করে বাংলা জয় করেন।

তথ্য কণিকা

- শের শাহের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন- তার কনিষ্ঠ পুত্র জালাল খাঁ, ইসলাম শাহ উপাধি ধারণ করে।
- জালাল খাঁ রাজত্ব করেছিলেন- ১৫৪৫-১৫৫৪ পর্যন্ত বা ৯ বছর।
- শূর শাসনে (১৫৫৪-১৫৫৫) পর্যন্ত এক বছরের শাসন করেন তিনজন শাসক- মুহম্মদ শাহ আদিল, ইব্রাহিম খাঁ, সিকান্দার শাহ শূর।
- ১৯৫৫ সালে হুমায়ুন সিকান্দার শাহকে পরাজিত করলে অবসান ঘটে- শূর শাসনের।
- শূর শাসনের সূত্রপাত করেন আফগান শাসক- শেরশাহ।
- শূর শাসনের শ্রেষ্ঠ শাসক শেরশাহ রাজত্ব করেন- ১৫৪০-১৫৪৫ পর্যন্ত।
- আফগান বংশের শাসক শের শাহ-এর প্রথম নাম- ফরিদ।
- শের শাহের আসল নাম- শের খান।
- ভারতবর্ষে পুরোপুরি 'ঘোড়ার ডাক' ব্যবস্থার প্রচলন করেন শের শাহ।
- দিল্লি থেকে ইংরেজদেরকে বিতাড়িত করেন- শের শাহ।
- পাট্টা (ভূমি স্বত্বের দলিল) ও কবুলিয়ত (চুক্তি দলিল) প্রথা চালু করেন- শের শাহ।
- সড়ক-ই-আযম (পরবর্তীতে ইংরেজদের দেয়া নাম গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড) নামে সোনারগাঁও থেকে লাহোর পর্যন্ত ৪৮৩০ কি.মি. দীর্ঘ একটি মহাসড়ক নির্মাণ করেন- শের শাহ।
- শের শাহ চাকরি করতেন- বাবরের অধীনে।



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

০১) ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম কখন ও কার আমলে ডাক সার্ভিস চালু হয়?

- ক) শের শাহ
খ) শায়েস্তা খাঁ
গ) নুসরত শাহ
ঘ) সিরাজউদ্দৌলা

০২) গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের নির্মাতা কে?

- ক) বাবর
খ) আকবর
গ) শাহজাহান
ঘ) শের শাহ

০৩) বিখ্যাত 'গ্রান্ড ট্রাঙ্ক' রোডটি বাংলাদেশের কোন অঞ্চল থেকে শুরু হয়েছে?

- ক) কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি
খ) ঢাকা জেলার বারিধারা
গ) যশোর জেলার বিকরগাছা
ঘ) নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও

০৪) কবুলিয়ত ও পাট্টা প্রথার প্রবর্তক-

- ক) বাবর
খ) হুমায়ুন
গ) শের শাহ
ঘ) আকবর

বাংলা বারো ভূঁইয়া

সম্রাট আকবর পুরো বাংলার উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। বাংলার বড় বড় জমিদাররা মুঘলদের অধীনতা মেনে নেয়নি। ভাটি অঞ্চলের জমিদারগণ তাদের নিজ নিজ জমিদারিতে স্বাধীন ছিলেন। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এরা একজোট হয়ে মুঘল সেনাপতির বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। বাংলার ইতিহাসে ভাটি অঞ্চলের এ জমিদারগণ বারো ভূঁইয়া নামে পরিচিত। এ বারো বলতে বারো জনের সংখ্যা বুঝায় না। ধারণা করা হয়, অনির্দিষ্ট সংখ্যক জমিদার বোঝাতেই বারো শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আকবরের সভাসদ সে সময়ের বাংলাকে নির্দেশ করেছিলেন 'বারো ভূঁইয়া দেশ' হিসেবে।

বারো ভূঁইয়াদের নেতা ছিলেন ঈসা খান (১৫২৯-১৫৯৯ খ্রি.)। তিনি বাংলার রাজধানী হিসেবে সোনারগাঁও এর পত্তন করেছিলেন। সম্রাট আকবরের সেনাপতিরা ঈসা খান ও অন্যান্য জমিদারের সাথে বহুবার যুদ্ধ করেছেন কিন্তু বারো ভূঁইয়াদের নেতা ঈসা খাঁকে পরাজিত করা সম্ভব হয়নি। ঈসা খাঁর মৃত্যুর পর বারো ভূঁইয়াদের নেতা হন তাঁর পুত্র মুসা খাঁ। বারো ভূঁইয়াদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিলেন মুসা খাঁ। এদিকে আকবরের মৃত্যু হলে মুঘল সম্রাট হন জাহাঙ্গীর। তাঁর আমলেই বাংলার বারো ভূঁইয়াদের চূড়ান্তভাবে দমন করা সম্ভব হয়। এ সাফল্যের দাবিদার সুবেদার ইসলাম খান। তিনি ১৬১০ সালে

বারো ভূঁইয়াদের নেতা মুসা খাঁ পরাস্ত করেন। ফলে অন্যান্য জমিদারগণ আত্মসমর্পণ করে। এভাবে বাংলায় বারো ভূঁইয়াদের শাসনের অবসান ঘটে। ‘এগারসিদ্ধুর দুর্গ’ ঈসা খাঁ নাম বিজড়িত মধ্যযুগীয় একটি দুর্গ। এটি কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলার এগারসিদ্ধুর গ্রামে অবস্থিত।

‘এগারসিদ্ধুর’ শব্দটি এখানে ‘এগারটি নদী’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ দুর্গ এ নামে পরিচিত হওয়ার কারণ হলো এক সময় এটি অনেকগুলি নদীর (বানার, শীতলক্ষ্যা, আড়িয়াল খাঁ, গিরির সুন্দা ইত্যাদি) সংযোগস্থলে অবস্থিত ছিল। ঈসা খাঁ দুর্গটিকে শক্তিশালী সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করেন।

মুঘল শাসনামল

মঙ্গল জাতির আদি বাসভূমি ছিল মঙ্গোলিয়া। মঙ্গোলিয়া থেকে এসে মধ্য এশিয়ার পশ্চিম অঞ্চলে বসবাস করার সময় থেকে তারা মুঘল নামে অভিহিত হয়। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে বাবর ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য স্থাপনে উদ্যোগী হলে আফগানদের সাথে মুঘলদের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্রপাত হয়। বাবরের পুত্র হুমায়ূনের আমলে ভারতে নব-প্রতিষ্ঠিত মুঘল সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে। অবশ্য ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ূন ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যে পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হন এবং তাঁর পুত্র আকবরের সময় থেকে এ সাম্রাজ্য উত্তরোত্তর শক্তিশালী ও বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হয়।

জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর (১৫২৬-১৫৩০)

১৪৮৩ সালে বাবর মধ্য এশিয়ার ফারগানা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ফারগানার যুবরাজ। পিতার মৃত্যু হলে মাত্র ১২ বছর বয়সে তিনি পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। জাতিশত্রুর আক্রমণে সিংহাসনচ্যুত ও ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে তিনি পূর্বদিকে গমন করেন এবং ১৫০৪ সালে কাবুল দখল করে নিজেকে বাদশাহ ঘোষণা করেন। দিল্লীর শাসনকর্তা লোদীর জাতিশত্রু পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খান লোদী বাবরকে ভারতবর্ষ আক্রমণের আহ্বান জানালে বাবর বিনা বাধায় ১৫২৫ সালে পাঞ্জাব দখল করেন। জহির উদ্দিন মুহম্মদ সাহসিকতা ও নির্ভীকতার জন্য ইতিহাসে ‘বাবর’ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তিনি পিতার দিক হতে তৈমুর লঙ এবং মায়ের দিক থেকে চেঙ্গিস খানের বংশধর ছিলেন। তিনি হলেন মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ১৫২৬ সালে পানি পথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে তিনি মুঘল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। ‘তুঘক-ই-বাবর’ বা বাবরের আত্মজীবনী নামক গ্রন্থে বাবর তাঁর জীবনের জয়পরাজয়ের ইতিহাস অতি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাবর মসজিদ নির্মাণ করেন। এটি ভারতের উত্তর প্রদেশের অযোধ্যা নগরীতে অবস্থিত ছিল। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর উগ্রবাদী হিন্দুগোষ্ঠী ঐতিহাসিক এই মসজিদটি ভেঙ্গে ফেলে।

তথ্য কণিকা

- মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা- সম্রাট বাবর (১৫২৬ সালে)।
- সম্রাট বাবরের জন্ম বর্তমান রুশ- তুর্কিস্থানের অন্তর্গত ফারগানায়া।
- বাবর শব্দের অর্থ- বাঘ।
- সম্রাট বাবর পিতার দিক থেকে-তৈমুর লঙ এবং মায়ের দিক থেকে- চেঙ্গিস খানের বংশধর।
- পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়- ১৫২৬ সালে বাবর ও ইব্রাহিম লোদীর মধ্যে।
- ১৫২৬ সালে ইব্রাহিম লোদীর সাথে সংঘটিত পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে সূত্রপাত হয়- মুঘল সাম্রাজ্যের।
- পানিপথের অবস্থান- দিল্লির অদূরে অর্থাৎ ভারতের উত্তর প্রদেশের হরিয়ানা নামক স্থানে (দিল্লি ও আধার মধ্যবর্তী যমুনা নদীর তীরে)।
- সম্রাট বাবর রচিত আত্মজীবনী নাম- তুঘক-ই-বাবর বা বাবরনামা, এটি তুর্কি ভাষায় রচিত।
- সম্রাট বাবর মৃত্যুবরণ করেন- ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর (সমাহিত করা হয় আফগানিস্থানের কাবুলে)।

নাসির উদ্দিন মুহম্মদ হুমায়ূন (১৫৩০-১৫৪০ এবং ১৫৫৫-১৫৫৬)

বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ূন দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট হুমায়ূন বাংলায় প্রবেশ করেন এবং গৌড় অধিকার করেন। তিনি গৌড় নগরের অপরূপ সৌন্দর্য এবং এর অপরূপ জলবায়ুর উৎকর্ষ দেখে মুগ্ধ হন। তিনি গৌড় নগরীর নাম পরিবর্তন করে ‘জান্নাতাবাদ’ রাখেন। তিনি বাংলায় আট মাস অবস্থান করে দিল্লির দিকে যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে বঙ্গারের নিকটবর্তী চৌসা নামক স্থানে শের শাহ হুমায়ূনকে অতর্কিত আক্রমণ করেন। ১৫৩৯ সালে চৌসারের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে হুমায়ূন কোনোক্রমে প্রাণ নিয়ে দিল্লি পৌছেন। পরের বছর (১৫৪০ সাল) শের শাহের বিরুদ্ধে আবার অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু কনৌজের নিকট বিলগ্রামের যুদ্ধে তিনি আবার পরাজিত হন। বিজয়ী শের শাহ দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। শের শাহ ভারতে পাঠান শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। পারস্য সম্রাটের সহায়তায় হুমায়ূন ১৫৫৫ সালে পুনরায় দিল্লি দখল করেন। ১৫৫৬ সালে দিল্লির অদূরে তাঁর নির্মিত দীন পানাহ দুর্গের পাঠাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

তথ্য কণিকা

- সম্রাট হুমায়ূন ক্ষমতা লাভ করেন- ৩০ ডিসেম্বর ১৫৩০ এবং সিংহাসনচ্যুত হন- ১৭ মে ১৫৪০।
- বঙ্গারের নিকটবর্তী চৌসার নামক স্থানে শের শাহ হুমায়ূনকে অতর্কিত আক্রমণ করেন- ১৫৩৯ সালে।
- চৌসারের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে হুমায়ূন কোনোক্রমে প্রাণ নিয়ে- দিল্লি পৌছেন।
- সম্রাট হুমায়ূন ১৫৪০ সালে শের শাহের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে পরাজিত হন- কনৌজের যুদ্ধে।
- পারস্য সম্রাটের সহায়তায় হুমায়ূন পুনরায় দিল্লি দখল করেন- ১৫৫৫ সালে।
- বাংলাকে জান্নাতাবাদ বলে আখ্যায়িত করেন- ১৫৩৮ সালে।
- বাংলাকে জান্নাতাবাদ বলে আখ্যায়িত করেন- সম্রাট হুমায়ূন।
- ১৫৫৬ সালে দিল্লির অদূরে তাঁর নির্মিত দীন পানাহ দুর্গের পাঠাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে মৃত্যুবরণ করেন- সম্রাট হুমায়ূন।

জালাল উদ্দিন মুহম্মদ আকবর (১৫৫৬-১৬০৫)

১৫৫৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি মাত্র ১৩ বছর বয়সে আকবর দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। হুমায়ূনের মৃত্যুর পর বৈরাম খান আকবরের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হন। এজন্য আকবর অনুরাগবশত তাকে খান-ই-বাবা (Lord Father) বলে ডাকতেন। হুমায়ূনের মৃত্যুর পর হিমু দিল্লির মুঘল শাসনকর্তাকে পরাজিত করে দিল্লি ও আধার অধিকার করেন এবং স্বাধীনভাবে রাজত্ব শুরু করেন। ১৫৫৬ সালে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে আকবর হিমুকে পরাজিত করেন। এ যুদ্ধের ফলে আকবর দিল্লি অধিকার করেন। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তার লাভ করে। আকবর ১৫৭৬ সালে বাংলা জয় করেন। অমুসলমানদের উপর ধার্য সামরিক করকে জিজিয়া কর বলে। সম্রাট আকবর রাজপুত ও হিন্দুদের বন্ধুত্ব অর্জন করার জন্য তীর্থ ও জিজিয়া কর রহিত করেন। তিনি রাজপুত কন্যা যোধাবাঈকে বিবাহ করেন। তিনি রাজপুতদের বিভিন্ন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করেন। ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে সকল ধর্মের সার সম্মিলিত ‘দীন-ই-ইলাহী’ নামক নতুন

একেশ্বরবাদী ধর্মতত্ত্ব প্রবর্তন করেন। সম্রাট আকবর মনসবদারী প্রথা চালু করেন। সম্রাটের রাজসভার সদস্যদের মধ্যে আবুল ফজল, ফৈজী, টোডরমল, বীরবল, মানসিংহ প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাজস্ব মন্ত্রী টোডরমল রাজস্ব ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। টোডরমল এদেশের সরকারি কাজে ফারসি ভাষা চালু করেন। ফারসির অনুকরণে এদেশে গজল ও সুফি সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। আকবরের সভাসদ আবুল ফজল তাঁর বিখ্যাত ‘আইন-ই-আকবরী’ নামক গ্রন্থে দেশবাচক বাংলা শব্দ ব্যবহার করেন। তিনি ‘বাংলা’ নামের উৎপত্তি সম্পর্কে দেখিয়েছেন যে, এদেশের প্রাচীন নাম ‘বঙ্গ’ এর সাথে বাধ বা জমির সীমানাসূচক ‘আল’ (-আলি, আইল) প্রত্যয়যোগে ‘বাংলা’ শব্দ গঠিত হয়। আকবরের রাজসভার গায়ক ছিলেন তানসেন। আকবরের রাজসভার বিখ্যাত কৌতুককার ছিলেন বীরবল। ১৬০৫ খ্রি. সম্রাট আকবর মৃত্যুবরণ করেন। আখ্‌তার সেকেন্দ্রায় তাঁকে সমাহিত করা হয়।

বাংলা সন বা বঙ্গাব্দ (Bengali Calendar) : ভারতে ইসলামী শাসনামলে হিজরী পঞ্জিকা অনুসারে সকল কাজকর্ম হতো। মুঘল সম্রাট আকবর প্রচলিত হিজরী চন্দ্র পঞ্জিকাকে সৌরপঞ্জিকায় রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেন। সম্রাট আকবর ইরান থেকে আগত বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং জ্যোতির্বিদ আমির ফতুল্লাহ শিরাজীকে হিজরী চন্দ্র বর্ষপঞ্জিকে সৌর বর্ষপঞ্জিতে রূপান্তরিত করার দায়িত্ব প্রদান করেন। আমির ফতুল্লাহ শিরাজীর সুপারিশে সম্রাট আকবর ৯৯২ হিজরী (১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দ)-এর বাংলা সৌর বর্ষপঞ্জির প্রবর্তন করেন। তবে তিনি ২৯ বছর পূর্বে তাঁর সিংহাসনে আরোহণের দিন থেকে এ পঞ্জিকা প্রচলনের নির্দেশ দেন। এজন্য ৯৬৩ হিজরী (১৫৫৬ খ্রি.) থেকে বঙ্গাব্দ গণনা শুরু হয়। খ্রিঃগোরিয়ান সনের মতো বাংলা সনেও মোট ১২টি মাস। বৈশাখ বঙ্গাব্দের প্রথম মাস এবং পহেলা বৈশাখকে নববর্ষ ধরা হয়।

এক নজরে বঙ্গাব্দ

ক্রম	বাংলা মাসের নাম	দিনসংখ্যা	কাল/ঋতু	খ্রিঃগোরিয়ান তারিখ অনুসারে মাসের দৈর্ঘ্য
১	বৈশাখ	৩১	Summer	১৪ এপ্রিল - ১৪ মে
২	জ্যৈষ্ঠ	৩১	গ্রীষ্ম	১৫ মে - ১৪ জুন
৩	আষাঢ়	৩১	Monsoon বর্ষা	১৫ জুন - ১৫ জুলাই
৪	শ্রাবণ	৩১		১৬ জুলাই - ১৫ আগস্ট
৫	ভাদ্র	৩১	Autumn শরৎ	১৬ আগস্ট - ১৫ সেপ্টেম্বর
৬	আশ্বিন	৩০		১৬ সেপ্টেম্বর - ১৫ অক্টোবর
৭	কার্তিক	৩০	Late Autumn	১৬ অক্টোবর - ১৪ নভেম্বর
৮	অগ্রহায়ণ	৩০	হেমন্ত	১৫ নভেম্বর - ১৪ ডিসেম্বর
৯	পৌষ	৩০	Winter শীত	১৫ ডিসেম্বর - ১৩ জানুয়ারি
১০	মাঘ	৩০		১৪ জানুয়ারি - ১২ ফেব্রুয়ারি
১১	ফাল্গুন	৩০/৩১	Spring বসন্ত	১৩ ফেব্রুয়ারি - ১৪ মার্চ
১২	চৈত্র	৩০		১৫ মার্চ - ১৩ এপ্রিল

১৯৬৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি কর্তৃক বাংলা সন সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নেতৃত্বাধীন একটি কমিটি বাংলা সন সংস্কার করে। বাংলা সনের ব্যাপ্তি খ্রিঃগোরিয়ান বর্ষপঞ্জির মতোই ৩৬৫ দিনের। **আবওয়াব :** আবওয়াব আরবি ও ফারসি ‘বাব’ শব্দের বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ দরজা, বিভাগ, অধ্যায়, সম্মানী, নির্ধারিত করে অতিরিক্ত দেয় কর ইত্যাদি। মুঘল আমলে ভারতে নিয়মিত করে অতিরিক্ত সরকার কর্তৃক আরোপিত সকল সামরিক এবং অন্যান্য ধার্যকৃত অর্থকে বলা হতো আবওয়াব।

তথ্য কণিকা

- মুঘল সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্রাট আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন- ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে (১৩ বছর বয়সে)।
- সম্রাট আকবরের পুরো নাম- জালাল উদ্দিন মুহম্মদ আকবর।
- সম্রাট আকবর বাংলা বিজয় করেন- ১৫৭৬ সালে।
- ‘আইন-ই-আকবরী’ গ্রন্থের রচয়িতা- আবুল ফজল।
- সমগ্র বঙ্গ দেশ ‘সুবহ-ই-বাঙ্গালাহ’ নামে পরিচিত ছিল- সম্রাট আকবরের সময়ে।
- ‘মনসবদারী প্রথা’ প্রচলন করেন- সম্রাট আকবর।
- সম্রাট আকবরের ‘রাজস্বমন্ত্রী’ ছিলেন- টোডরমল।
- ‘বুলান্দ দরওয়াজা’-এর নির্মাণ- সম্রাট আকবর (গুজরাট রাজ্য জয় উপলক্ষে)।
- ‘অমৃতসর স্বর্ণমন্দির’ নির্মাণ করেন- সম্রাট আকবর।
- বাংলা সনের প্রবর্তক- সম্রাট আকবর। ১১ এপ্রিল ১৫৫৬ খ্রি. থেকে ১ বৈশাখ ৯৬৩ বাংলা সন গণনা শুরু হয়।
- সম্রাট আকবরের সমাধি- সেকেন্দ্রায়।
- বাংলাদেশের বারো ভূঁইয়ার অভ্যুত্থান ঘটে- সম্রাট আকবরের সময়।
- পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়- ১৫৫৬ সালে আকবরের সেনাপতি বৈরাম খান ও আফগান নেতা হিমুর মধ্যে।
- পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন- হিমু।
- পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশের অবসান ঘটে- মুঘল আফগান সংঘর্ষের।
- সম্রাট আকবর বিবাহ করেন- রাজকন্যা যোধাবাদিকে।
- ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে সকল ধর্মের সার সংবলিত ‘দীন-ই-ইলাহী’ নামক নতুন একেশ্বরবাদী ধর্মতত্ত্ব প্রবর্তন করেন- সম্রাট আকবর।
- সম্রাট আকবরের রাজসভার সদস্যদের মধ্যে ছিলেন- আবুল ফজল, ফৈজী, টোডরমল, বীরবল, মানসিংহ প্রমুখ ব্যক্তি।
- আকবরের রাজসভায় গায়ক তানসেনকে বলা হয়- ‘বুলবুল-ই-হিন্দ’।
- আকবরের রাজসভার বিখ্যাত কৌতুককার ছিলেন- বীরবল।
- আকবরের প্রচারিত ধর্মের অনুসারী ছিল- ১৯ জন।

সেলিম নূর উদ্দিন মুহম্মদ জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭)

সম্রাট আকবর বাংলা জয় করলেও সারা বাংলায় মুঘল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। সম্রাট জাহাঙ্গীর বাংলায় মুঘল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। সিংহাসনে আরোহণে করে তিনি বাংলা অধিকারের জন্য সুবেদার হিসেবে ইসলাম খানকে বাংলায় প্রেরণ করেন। তিনি ছিলেন বাংলার প্রথম মুঘল সুবেদার। ইসলাম খান বাংলার বার ভূঁইয়াদের দমন করেন এবং ১৬১২ সালে সমগ্র বাংলা মুঘলদের শাসনে আনয়ন করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে ইংরেজদের প্রথম দূত ছিলেন ক্যাপ্টেন হকিন্স (১৬০৮)। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাথে নূরজাহানের বিবাহ মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নূরজাহান অপরূপ রূপবতী মহিলা ছিলেন। নূরজাহানের বাল্য নাম ছিল মেহেরুন নেছা। ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর মৃত্যুবরণ করেন। তার সমাধি লাহোরে অবস্থিত। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ ‘তুজুক-ই-জাহাঙ্গীর’।

তথ্য কণিকা

- জাহাঙ্গীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন- ২৪ অক্টোবর ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে।
- নূরজাহান ছিলেন- সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্ত্রী।
- নূরজাহানের প্রকৃত নাম- মেহেরুন নেছা।
- জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ভারতে আগমন করে- পর্তুগিজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজরা।

- সম্রাট জাহাঙ্গীর মেহেরননেছাকে বিয়ে করেন- ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে।
- নিজের নামে মুদ্রা প্রচলন করেন- সম্রাট জাহাঙ্গীর।
- আখার দুর্গ নির্মাণ করেন- সম্রাট জাহাঙ্গীর।
- সম্রাট জাহাঙ্গীর রচিত আত্মচরিত- তুজুক-ই-জাহাঙ্গীর

শাহজাহান ওরফে খুররম (১৬২৮-১৬৫৮)

মমতাজ ছিলেন সম্রাট শাহজাহানের স্ত্রী। শাহজাহান তার স্ত্রীকে প্রাণাধিক ভালবাসতেন। সম্রাট ১৬৩১ সালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সম্রাট তার প্রিয়তমার মৃত্যুতে গভীর আঘাত পান। তিনি আখার যমুনা নদীর তীরে পত্নীপ্রেমের অক্ষয়কীর্তি তাজমহল নির্মাণ করেন। নির্মাণকাল : ১৬৩২-১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দ; (সপ্তদশ শতাব্দী)। এর স্থপতি ছিলেন ওস্তাদ আহমদ লাহরি; তবে পারস্যের স্থপতি ওস্তাদ ঈসা চতুরের নকশা করার বিশেষ ভূমিকায় অনেক স্থানে নাম পাওয়া যায়। মণি মুক্তা খচিত স্বর্ণমণ্ডিত ময়ূর সিংহাসন সম্রাট শাহজাহানের অমর সৃষ্টি। সম্রাট শাহজাহান মুকুটে বিশ্ববিশ্রুত অপরূপ 'কোহিনুর' হীরা শোভা বর্ধন করত। সম্রাট শাহজাহান দিল্লিতে লাল কেল্লা, জাম-ই-মসজিদ, দিওয়ান-ই-আম, দিওয়ান-ই-খাস, আখায় মতি মসজিদ এবং লাহোরের সালিমার উদ্যান নির্মাণ করেন। তাঁর সময়ে ভারতবর্ষে স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ ঘটে। এজন্য তাঁকে Prince of Builders বা স্থপতি সম্রাট বলা হয়।

তথ্য কণিকা

- শাহজাহানের বাল্যনাম- খুররম।
- সম্রাট শাহজাহানকে 'শাহজাহান' উপাধি দেন- তার পিতা সম্রাট জাহাঙ্গীর।
- শাহজাহানের স্ত্রীর নাম- মমতাজ (মৃত্যুবরণ করেন ১৬৩১ সালে)
- সম্রাট শাহজাহান ক্ষমতায় আসেন- ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দে।
- পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের একটি 'আখার তাজমহল' নির্মাণ করেন- সম্রাট শাহজাহান।
- তাজমহলের স্থপতি ছিলেন- ওস্তাদ ঈসা।
- তাজমহল অবস্থিত- আখার যমুনা নদীর তীরে।
- দিল্লির দরবারে শাহজাহানের নির্মিত অমর কীর্তি- দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস।
- আখার জামে মসজিদ নির্মাণ করেন- সম্রাট শাহজাহান।
- 'Prince of Builders' নামে খ্যাত- সম্রাট শাহজাহান।
- সম্রাট শাহজাহানের নির্মিত সিংহাসনের নাম- ময়ূর সিংহাসন।
- দিল্লিতে অবস্থিত 'লাল কেল্লা' নির্মাণ করেন- সম্রাট শাহজাহান।
- বাংলাদেশকে ভারতের শস্যভাণ্ডার বলে অভিহিত করেন- বার্নিয়ার।

আওরঙ্গজেব/আলমগীর (১৬৫৮-১৭০৭)

শাহজাহানের স্ত্রী মমতাজ মহলের গর্ভে চারপুত্র ও দুইকন্যা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পুত্রদের নাম দারা, সুজা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদ। কন্যাদের নাম ছিল জাহান আরা ও রওশন আরা। ভ্রাতৃত্বদ্বন্দ্ব জাহান আরা দারার পক্ষ এবং রওশন আরা আওরঙ্গজেবের পক্ষ সমর্থন করে। যুদ্ধে অপর ভাইদের পরাজিত করে আওরঙ্গজেব দিল্লীর সম্রাট হন। সম্রাট শাহজাহান তাঁর পুত্র আওরঙ্গজেবকে যোগ্যতার স্বীকৃতিস্বরূপ 'আলমগীর' নামক তরবারী প্রদান করেন। বাংলার সুবেদার মীর জুমলা ১৬৬১ খ্রি. বিনা যুদ্ধে কুচবিহার মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এ সময় কুচবিহারের নাম রাখা হয়েছিল 'আলমগীরনগর'। সম্রাট আওরঙ্গজেব অতিশয় ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন। এজন্য তাঁকে 'জিন্দাপীর' বলা হয়। তিনি জিজিয়া কর পুনঃস্থাপন করেন।

তথ্য কণিকা

- আওরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণ করেন- ২১ জুলাই ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে।
- অতিশয় ধর্মপ্রাণ ছিলেন বলে সম্রাট আওরঙ্গজেবকে- 'জিন্দাপীর' বলা হয়।
- 'ফতোয়া-ই-আলমগীরী' রচনা করেন- সম্রাট আওরঙ্গজেব।
- আওরঙ্গজেবের শাসনামলে বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন- শায়েস্তা খান।
- সম্রাট শাহজাহানের স্ত্রী মমতাজ মহলের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন- চারপুত্র (দারাকোহ, সুজা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদ) এবং দুই কন্যা (জাহানআরা ও রওশনআরা)
- ভ্রাতৃত্বদ্বন্দ্ব জাহানআরা দারাকোহের পক্ষ এবং রওশনআরা সমর্থন করে- আওরঙ্গজেবের পক্ষ।
- সম্রাট শাহজাহান তার পুত্র আওরঙ্গজেবকে যোগ্যতার স্বীকৃতিস্বরূপ প্রদান করেন- 'আলমগীর' নামক তরবারী।

মুহম্মদ শাহ

দুর্বল ও অকর্মণ্য মুঘল সম্রাট মুহম্মদ শাহ-এর আমলে (১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে) পারস্যের নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করেন। নাদির শাহ ভারত হতে মহামূল্যবান কোহিনুর হীরা, ময়ূর সিংহাসন এবং প্রচুর ধনরত্ন পারস্যে নিয়ে যান।

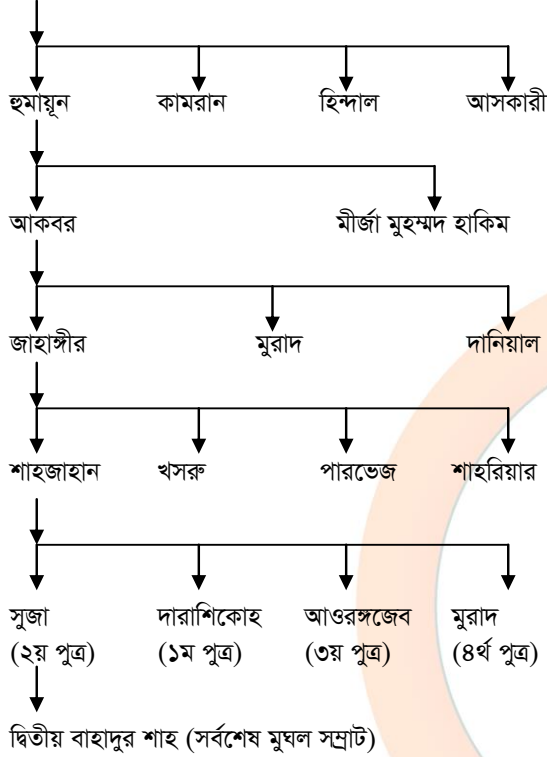
দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ (১৮৩৭-১৮৫৭ খ্রি.)

শেষ মুঘল সম্রাট ছিলেন দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ। সিপাহি বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে রেঙ্গুনে (বর্তমান ইয়াঙ্গুনে) নির্বাসন দেওয়া হয়। ১৮৬২ সালে তিনি রেঙ্গুনে নির্বাসিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। রেঙ্গুনেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

তথ্য কণিকা

- আহমদ শাহ আবদালি ছিলেন-নাদির শাহের সেনাপতি।
- নাদির শাহের মৃত্যুর পর আফগানিস্তানের অধিপতি হন- আহমদ শাহ আবদালি।
- মুহম্মদ শাহের রাজত্বকালে ভারত আক্রমণ করে পরাজিত হন- আহমদ শাহ আবদালি।
- ১৭৬১ সালে দিল্লির অদূরে পানিপথের প্রান্তরে- পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়।
- আহমদ শাহ আবদালি ও মারাঠাদের মধ্যে সংঘটিত হয়- তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ।
- তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ আহমদ শাহ আবদালি পরাজিত করেন- মারাঠাদেরকে।
- 'ময়ূর সিংহাসন' বর্তমান আছে- ইরানে।
- শেষ মুঘল সম্রাট ছিলেন- দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ।
- সিপাহী বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ সালে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে নির্বাসন দেওয়া হয়- রেঙ্গুনে (বর্তমান ইয়াঙ্গুনে)

একনজরে মুঘলদের বংশ তালিকা জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর (প্রতিষ্ঠাতা)



সম্রাট	অবদান	বাংলার সুবেদার/শাসনকর্তা
বাবর	প্রতিষ্ঠাতা আত্মজীবনী- তুঘুক-ই-বাবর, বাবরনামা কবর- আফগানিস্তানের কারুলে	
হুমায়ুন		

[শূরী বংশ] শেরশাহ-গান্ড ট্রাঙ্ক রোড তৈরি, ঘোড়ার ডাক প্রচলন [শূরী বংশ]		
জাহাঙ্গীর	মোঘল সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্রাট, বাংলা সন প্রবর্তন, জিজিয়া কর ও তীর্থকর রহিত, মনসবদারী প্রথা প্রচলন, বুলন্দ দরওয়াজা নির্মাণ, অমৃতসর স্বর্ণমন্দির নির্মাণ	
জাহাঙ্গীর	আত্মার দুর্গ নির্মাণ	ইসলাম খান ঢাকাকে বাংলার রাজধানী করেন (প্রথমবারের মতো ১৬১০ সালে)

শাহজাহান	ময়ূর সিংহাসন নির্মাণ তাজমহল নির্মাণ তাজমহল -আত্মীয় দেওয়ান -ই-আম দেওয়ান-ই-খাস লাল কেল্লা নির্মাণ করেন (ভারতের দিল্লীতে)	
আওরঙ্গজেব		⇒ শায়েস্তা খান ⇒ শায়েস্তা খানের সময়-টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেতো ⇒ চট্টগ্রামের নাম রাখেন ইসলামাবাদ ⇒ মীর জুমলা ঢাকা গেট তৈরি করেন ⇒ মীর জুমলার কামান- ওসমানী উদ্যানে সংরক্ষিত
মোঘল সাম্রাজ্যের পরবর্তী দুর্বল শাসক ও পতন		
দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ	শেষ মোঘল সম্রাট রেস্ট্রনে নির্বাসিত	

বাংলায় সুবেদারী শাসন

ইসলাম খান (১৬০৮-১৬১৩ খ্রি.)

ইসলাম খান বারো ভূঁইয়াদের দমন করে বাংলায় সুবেদারী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বাংলার রাজধানী হিসাবে ঢাকা শহরের গোড়াপত্তন করেন। তিনি ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে সুবা বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন। সম্রাটের নামানুসারে তিনি ঢাকার নামকরণ করেন জাহাঙ্গীরনগর। তিনি ঢাকার 'ধোলাই খাল' খনন করেন।

কাসিম খান জুয়িনী (১৬২৮-১৬৩২ খ্রি.)

পতুর্গিজদের অত্যাচারের মাত্রা চরমে উঠলে সম্রাট শাহজাহান তাদেরকে এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার আদেশ দেন। সম্রাটের আদেশে বাংলার সুবাদার কাসিম খান পতুর্গিজদের হুগলি থেকে উচ্ছেদ করেন।

যুবরাজ শাহ সুজা (১৬৩৮-১৬৬০)

সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র শাহজাদা সুজার শাসনামল ছিল বাংলার জন্য স্বর্ণযুগ। ১৬৪২ সালে উড়িষ্যা প্রদেশকে সুজার অধীনে দেয়া হয়। তিনি বড় কাটরা, ধানমন্ডি ঈদগাহ মাঠ নির্মাণ করেন। জনৈক ইংরেজ চিকিৎসকের চিকিৎসায় তাঁর কন্যা আরোগ্য লাভ করেন। তিনি ১৬৫১ সালে ইংরেজদের বার্ষিক মাত্র তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বাংলায় বাণিজ্য করার সুযোগ দেন। তিনি বাংলার রাজধানী ঢাকা হতে রাজমহলে স্থানান্তরিত করেন। সম্রাট শাহজাহানের পর আওরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণ করলে তিনি সেনাপতি মীর জুমলার হাতে পরাজিত হন এবং আরাকানে পালিয়ে যান।

তথ্য কণিকা

- সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্রের নাম- শাহ সুজা।
- শাহ সুজা বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হন- ১৬৩৯ সালে।
- ঢাকার চকবাজারে 'বড় কাটরা' নির্মাণ করেন- শাহ সুজা।
- শাহ সুজা নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করেন- ১৬৫৭ সালে।
- ইংরেজদের বিনা শুল্কে বাণিজ্যের সুযোগ দেন- শাহ সুজা।
- শাহ সুজা নিহত হন- আরাকানীদের হাতে।

মীর জুমলা (১৬৬০-৬৩)

১৬৬০ সালে তিনি বাংলার রাজধানী রাজমহল হতে ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন। তিনি ঢাকার উত্তর দিকে সীমানা বর্ধিত করেন এবং 'ঢাকা গেইট' দোয়েল চত্বর সংলগ্ন নির্মাণ করেন। ১৬৬৩ সালে তিনি আসাম অভিযান পরিচালনা করে আসামের বেশির ভাগ অংশ মুঘলদের সাম্রাজ্যভুক্ত করেন এবং ফেরার পথে ঢাকা হতে কয়েক মাইল দূরে খিজিরপুরে মৃত্যুবরণ করেন। মীর জুমলা আসাম যুদ্ধে যে কামান ব্যবহার করেন তা বর্তমানে ওসমানী উদ্যানে সংরক্ষিত আছে।

তথ্য কণিকা

- মীর জুমলাকে সুবেদার নিয়োগ করেন- আওরঙ্গজেব।
- মীর জুমলা সুবেদার ছিলেন- তিন বছর।
- কৃষকদের নিকট থেকে প্রথম রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করেন- মীর জুমলা।
- রাজমহল থেকে ঢাকায় বাংলার রাজধানী স্থানান্তর করেন- মীর জুমলা।
- ঢাকা গেট নির্মাণ করেন- মীর জুমলা।
- সর্বপ্রথম আসাম ও কুচবিহার রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন- মীর জুমলা
- মীর জুমলা মৃত্যুবরণ করেন- নারায়ণগঞ্জের নিকট খিজিরপুরে।

শায়েস্তা খান (১৬৬৩-৭৮, ৭৯-৮৮)

মীর জুমলার মৃত্যুর পর আওরঙ্গজেব তাঁর মামা শায়েস্তা খানকে বাংলার সুবেদার নিযুক্ত করেন। শায়েস্তা খানের আমলকে বাংলায় স্থাপত্য শিল্পের স্বর্ণযুগ বলা হয়। এ সময়ে স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। তিনি পর্তুগিজ ও মগ জলদস্যুদের তাড়িয়ে চট্টগ্রাম দখল করেন এবং নাম রাখেন 'ইসলামাবাদ'। এ সময় চট্টগ্রাম প্রথমবারের মত পূর্ণভাবে বাংলার সাথে যুক্ত হয়। তিনি দক্ষিণ বাংলা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষদের মগ ও জলদস্যুদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করেন। তিনি চকবাজার এলাকায় ছোট কাটরা নির্মাণ করেন। তাঁর উৎসাহে মীর মুরাদ 'হোসেনী দালান' নির্মাণ করেন। তাঁর সময়ে ঢাকায় ৮ মণ চাল বিক্রি হত।

১৬৭৮ সালে ৮৪ বছর বয়সে তিনি বাংলা ত্যাগ করলে প্রথমে ফিদাই খান ও পরে শাহজাদা মুহম্মদ আযম বাংলার সুবেদার হন। শাহজাদা আযম ঢাকায় একটি দুর্গ নির্মাণের পরিকল্পনা করে সীমানা দেয়াল স্থাপন করেন এবং

নামকরণ করেন 'কেল্লা আওরঙ্গবাদ'। এক বছরের মাথায় শাহজাদা আযম বাংলা ত্যাগ করলে শায়েস্তা খান পুনরায় বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হন। তিনি দুর্গের অধিকাংশ কাজ সম্পন্ন করেন। এ সময় তাঁর কন্যা 'ইরান দুখত (পরী বিবি)' মারা গেলে তিনি দুর্গকে অপয়া ভেবে নির্মাণ কাজ স্থগিত করেন। পরবর্তীতে ইব্রাহীম খান বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হলে ১৬৯০ সালে দুর্গের কাজ সমাপ্ত হয়। এটিই বর্তমান কালের লালবাগের কেল্লা। শায়েস্তা খান স্থাপত্য শিল্পের জন্য বিশেষ বিখ্যাত। স্থাপত্য শিল্পের বিকাশের জন্য এই যুগকে বাংলায় মুঘলদের স্বর্ণযুগ বলা হয়।

তথ্য কণিকা

- শায়েস্তা খান জাহাঙ্গীরনগর সুবেদারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন- ১৬৬৪ সালে।
- দু'বার বাংলার সুবেদার হন- শায়েস্তা খান।
- শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম দখল করে এর নাম রাখেন- ইসলামাবাদ।
- বিবি পরী ছিলেন শায়েস্তা খানের কন্যা, যার আসল নাম- ইরান দুখত।
- ঢাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত- শায়েস্তা খানের আমলে।
- ঢাকায় ছোট কাটরা, হুসেনী দালান ও লালবাগের দুর্গ নির্মাণ করেন- শায়েস্তা খান।

পানিপথের তিনটি যুদ্ধ

পানি পথ ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। দিল্লী হতে এর দূরত্ব ৯০ কি. মি। এখানে তিনটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

যুদ্ধ	সাল	পক্ষ-বিপক্ষ	ফলাফল
১ম যুদ্ধ	১৫২৬	বাবর* - লোদী	ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন।
২য় যুদ্ধ	১৫৫৬	বৈরাম খান* - হিমু	বাংলায় মুঘল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন।
৩য় যুদ্ধ	১৭৬১	আবদালী* - মারাঠা	ভারতবর্ষের মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তার।

➤ তারকা চিহ্ন (*) দ্বারা বিজয়ীকে বুঝানো হয়েছে



Teacher's Work

- বাংলার সর্বপ্রাচীন জনপদের নাম কী?
ক) পুণ্ড্র খ) তাম্রলিপ্ত
গ) গৌড় ঘ) হরিকেল [৪৪তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের বৃহত্তম জেলা প্রাচীনকালে কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল?
ক) সমতট খ) পুণ্ড্র
গ) বঙ্গ ঘ) হরিকেল [৪৪তম বিসিএস]
- কোন শাসকের আমলে বাংলাভাষী অঞ্চল 'বাঙালা' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে?
ক) মৌর্য খ) গুপ্ত
গ) পাল ঘ) মুসলিম [৪৪তম বিসিএস]
- চীনদেশের কোন ভ্রমণকারী গুপ্তযুগে বাংলাদেশে আগমন করেন?
ক) হিউয়েন সাং খ) ফা হিয়েন
গ) আই সিং ঘ) এদের সকলেই [৪৪তম বিসিএস]

- বাংলার প্রাচীন জনপদ কোনটি?
ক) পুণ্ড্র খ) তাম্রলিপ্ত
গ) গৌড় ঘ) হরিকেল [৪৩তম বিসিএস]
- 'নির্বাণ' ধারণাটি কোন ধর্মবিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট?
ক) হিন্দুধর্ম খ) বৌদ্ধধর্ম
গ) খ্রিস্টধর্ম ঘ) ইহুদীধর্ম [৪৩তম বিসিএস]
- আর্যদের ধর্মগ্রন্থের নাম কী ছিল?
ক) মহাভারত খ) রামায়ণ
গ) গীতা ঘ) বেদ [৪৩তম বিসিএস]
- প্রাচীন বাংলায় 'সমতট' বর্তমান কোন অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল?
ক) ঢাকা ও কুমিল্লা
খ) ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণা
গ) কুমিল্লা ও নোয়াখালী
ঘ) ময়মনসিংহ ও জামালপুর [৪৩তম বিসিএস]

৯. 'মাৎস্যন্যায়' বাংলার কোন সময়কাল নির্দেশ করে? [৪১তম বিসিএস]
ক) ৬ম-৬ষ্ঠ শতক খ) ৬ষ্ঠ-৭ম শতক
গ) ৭ম-৮ম শতক ঘ) ৮ম-৯ম শতক
১০. বাংলার সর্বপ্রাচীন জনপদের নাম কী? [৪১তম বিসিএস]
ক) পুণ্ড্র খ) তাম্রলিপ্ত
গ) গৌড় ঘ) হরিকেল
১১. সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদের আলোকে বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি পরিচালিত হয়? [৪১তম বিসিএস]
ক) অনুচ্ছেদ ২২ খ) অনুচ্ছেদ ২৩
গ) অনুচ্ছেদ ২৪ ঘ) অনুচ্ছেদ ২৫
১২. বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের রাজ্য কয়টি? [৪১তম বিসিএস]
ক) ৩টি খ) ৪টি গ) ৫টি ঘ) ৬টি
১৩. কোন গোষ্ঠী থেকে বাঙালি জাতির প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে? [২৮তম বিসিএস]
ক) নেগ্রিটো খ) ভোটচীন
গ) দ্রাবিড় ঘ) অস্ট্রিক
১৪. বাংলায় সেন বংশের (১০৭০-১২৩০ খ্রিস্টাব্দ) শেষ শাসনকর্তা কে ছিলেন? [৪১তম বিসিএস]
ক) হেমন্ত সেন খ) বল্লাল সেন
গ) লক্ষণ সেন ঘ) কেশব সেন
১৫. অবিভক্ত বাংলার সর্বপ্রথম রাজা কাকে বলা হয়? [৪১তম বিসিএস]
ক) অশোক খ) শশাঙ্ক
গ) মেগদা ঘ) ধর্মপাল
১৬. বাংলার কোন সুলতানের শাসনামলকে স্বর্ণযুগ বলা হয়? [৪১তম বিসিএস]
ক) শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ
খ) নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ
গ) আলাউদ্দিন হোসেন শাহ
ঘ) গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ
১৭. বখতিয়ার খলজি বাংলা জয় করেন কত সালে? [৩০তম বিসিএস]
ক) ১২১২ খ) ১২০০
গ) ১২০৪ ঘ) ১২১১
১৮. সুলতানী আমলে বাংলা রাজধানীর নাম কি? [২৯তম বিসিএস]
ক) সোনারগাঁ খ) জাহাঙ্গীরনগর
গ) ঢাকা ঘ) গৌড়
১৯. নিম্নের কোন পর্যটক সোনারগাঁও এসেছিলেন? [২৫তম বিসিএস]
ক) ফা-হিয়েন খ) ইবনে বতুতা
গ) মার্কো পোলো ঘ) হিউয়েন সাং
২০. বাংলায় মুসলিম আধিপত্য বিস্তারের সূচনা কে করেন? [২৪তম বাতিলকৃত বিসিএস]
ক) আলী মর্দান খলজী
খ) তুঘরিখ খান
গ) সামুদ্দিন ফিরোজ
ঘ) ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজী
২১. ইরানের কবি হাফিজের সাথে পত্রালাপ হয়েছিল বাংলার কোন সুলতানের? [২৪তম বাতিলকৃত বিসিএস]
ক) গিয়াস উদ্দীন আযম শাহ
খ) আলাউদ্দিন হুসেন শাহ
গ) ফকরুদ্দীন মোবারক শাহ
ঘ) ইলিয়াস শাহ

২২. কোন শাসকের সময় থেকে সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল পরিচিত হয়ে উঠে বাঙ্গালাহ নামে? [১২তম বিসিএস]
ক) ফকরুদ্দিন মোবারক শাহ
খ) শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ
গ) আকবর
ঘ) ঈসা খান
২৩. বাংলার আদি অধিবাসীগণ কোন ভাষী ছিল? [১২তম বিসিএস]
ক) সংস্কৃত খ) বাংলা
গ) অস্ট্রিক ঘ) হিন্দী
২৪. নৃতাত্ত্বিকভাবে বাংলাদেশের মানুষ প্রধানত কোন নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত? [১২তম বিসিএস]
ক) অ্যালপাইন খ) আদি-অস্ট্রেলীয়
গ) নার্কিড ঘ) মঙ্গোলীয়
২৫. বাংলাদেশে বসবাসকারী উপজাতীয়দের বড় অংশ-
ক) মঙ্গোলয়েড খ) সেমাটিড
গ) অস্ট্রালয়েড ঘ) ককেশীয়
২৬. বরিশাল কোন জনপদের অংশ-
ক) গৌড় খ) পুণ্ড্র
গ) বঙ্গ ঘ) সমতট
২৭. কোন গোষ্ঠী থেকে বাঙালী জাতির প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে?
ক) নেগ্রিটো খ) ভোটচীন
গ) দ্রাবিড় ঘ) অস্ট্রিক
২৮. বাংলাদেশের প্রাচীন জাতি কোনটি?
ক) আর্য খ) মোঙ্গল
গ) পুণ্ড্র ঘ) দ্রাবিড়
২৯. বাংলার আদি জনপদের অধিবাসীরা কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত?
ক) বাঙালি খ) আর্য
গ) নিষাদ ঘ) আলপাইন
৩০. আর্য জাতি কোন দেশ থেকে এসেছিল?
ক) বাহরাইন খ) ইরাক
গ) মেক্সিকো ঘ) ইরান
৩১. আর্যদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল?
ক) ইউরাল পর্বতের দক্ষিণে তৃণভূমি অঞ্চলে
খ) হিমালয়ের পাদদেশে নেপালের দক্ষিণে
গ) ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরে
ঘ) আফগানিস্তানের দক্ষিণ - পূর্ব পাহাড়ি এলাকায়
৩২. আর্যদের ধর্মগ্রন্থের নাম কী?
ক) ত্রিপিটক খ) উপনিষদ
গ) বেদ ঘ) ভগবদ্গীতা
৩৩. বাংলা আদি অধিবাসীগণ কোন ভাষাভাষী ছিল?
ক) সংস্কৃত খ) বাংলা
গ) অস্ট্রিক ঘ) হিন্দী
৩৪. মোঘল আমলে ঢাকার নাম কি ছিল?
ক) ইসলামাবাদ খ) পরীবাগ
গ) জাহাঙ্গীরনগর ঘ) সোনারগাঁও
৩৫. কার সময় বাংলার রাজধানী ঢাকায় স্থাপন করা হয়?
ক) বখতিয়ার খলজি খ) মুর্শিদকুলী খাঁন
গ) সম্রাট জাহাঙ্গীর ঘ) শের শাহ
৩৬. বাংলার সর্বপ্রাচীন জনপদ কোনটি?
ক) হরিকেল খ) সমতল
গ) পুণ্ড্র ঘ) রাঢ়

৩৭. বাংলাদেশের একটি প্রাচীন জনপদের নাম-

- ক) রাঢ় খ) চট্টলা
গ) শ্রীহট্ট ঘ) কোনোটিই নয়

৩৮. বর্তমান বৃহত্তর ঢাকা জেলা প্রাচীনকালে কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল?

- ক) সমতট খ) পুণ্ড্র
গ) বঙ্গ ঘ) হরিকেল

৩৯. প্রাচীনকালে 'সমতট' বলতে বাংলাদেশের কোন অংশকে বুঝানো হতো?

- ক) বগুড়া ও দিনাজপুর অঞ্চল খ) কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চল
গ) ঢাকা ও ময়মনসিংহ অঞ্চল ঘ) বৃহত্তম সিলেট অঞ্চল

৪০. সমতট জনপদ কোথায় অবস্থিত?

- ক) রংপুর অঞ্চল খ) খুলনা অঞ্চলে
গ) কুমিল্লা অঞ্চলে ঘ) সিলেট অঞ্চলে

৪১. বর্তমান বৃহৎ বরিশাল ও ফরিদপুর এলাকা প্রাচীনকালে কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল?

- ক) সমতট খ) পুণ্ড্রবর্ধন
গ) বঙ্গ ঘ) রাঢ়

৪২. বরেন্দভূমি নামে পরিচিত--

- ক) ময়নামতি ও লালমাই পাহাড়
খ) মধুপুর ও ভাওয়াল গড়
গ) সুন্দরবন
ঘ) রাজশাহী বিভাগের উত্তর-পশ্চিমাংশ

৪৩. কোন যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম প্রত্যক্ষ করে মহারাজ অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন?

- ক) হিদাস্পিসের যুদ্ধ খ) কলিঙ্গের যুদ্ধ
গ) মেবারের যুদ্ধ ঘ) পানিথের যুদ্ধ

৪৪. বৌদ্ধধর্মের কনস্ট্যানটাইন কাকে বলা হয়?

- ক) অশোক খ) চন্দ্রগুপ্ত
গ) মহাবীর ঘ) গৌতম বুদ্ধ

৪৫. চীন দেশের কোন ভ্রমণকারী গুপ্তযুগে বাংলাদেশ আগমন করেন?

- ক) হিউয়েন সাঙ খ) ফা হিয়েন
গ) আইসিং ঘ) উপরের সবগুলোই

৪৬. কোন যুগ প্রাচীন ভারতের স্বর্ণযুগ হিসেবে পরিচিত?

- ক) মৌর্যযুগ খ) গুপ্তযুগ
গ) কুষাণযুগ ঘ) গুপ্তযুগ

৪৭. কোনটি প্রাচীন নগরী নয়?

- ক) কর্ণসুবর্ণ খ) উজ্জয়িনী
গ) বিশাখাপট্টম ঘ) পাটলিপুত্র

৪৮. বিশ্বের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় কোনটি?

- ক) হাভার্ড খ) তুরিন
গ) নালন্দা ঘ) আল-হামরা

৪৯. প্রাচীন বাংলায় কয়টি রাজ্য ছিল?

- ক) ২টি খ) ৩টি
গ) ৪টি ঘ) ৫টি

৫০. প্রাচীনকালে এদেশের নাম ছিল-

- ক) বাংলাদেশ খ) বঙ্গ
গ) বাংলা ঘ) বাঙ্গালা

৫১. প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোকে গৌড় নামে একত্রিত করেন-

- ক) রাজা কণিষ্ক খ) বিক্রমাদিত্য
গ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ঘ) রাজা শশাঙ্ক

৫২. আরবদের আক্রমণের সময় সিন্ধু দেশের রাজা ছিলেন-

- ক) মানসিংহ খ) জয়পাল
গ) দাহির ঘ) দাউদ

৫৩. প্রথম মুসলিম সিন্ধু বিজেতা ছিলেন-

- ক) বাবর খ) সুলতান মাহমুদ
গ) মুহাম্মদ-বিন-কাশিম ঘ) মোহাম্মদ ঘোরী

৫৪. কতবার সুলতান মাহমুদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন?

- ক) ১৫ বার খ) ১৬ বার
গ) ১৭ বার ঘ) ১৮ বার

৫৫. তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে কে পরাজিত হন?

- ক) মুহাম্মদ ঘুরী খ) লক্ষণ সেন
গ) পৃথ্বিরাজ ঘ) জয়চন্দ্র

৫৬. দিল্লী সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা-

- ক) কুতুবউদ্দিন আইবেক খ) শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ
গ) গিয়াসউদ্দিন বলবন ঘ) আলাউদ্দিন খলজী

৫৭. দিল্লির সিংহাসনে আরোহনকারী প্রথম মুসলমান নারী কে?

- ক) বেগম রোকেয়া খ) নুর জাহান
গ) সুলতানা রাজিয়া ঘ) মমতাজ বেগম

৫৮. কোন মুসলমান শাসক প্রথম দক্ষিণ ভারত জয় করেন?

- ক) আলাউদ্দিন খিলজি খ) শের শাহ
গ) আকবর ঘ) আওরঙ্গজেব

৫৯. কোন মুসলিম সেনাপতি সর্বপ্রথম দক্ষিণাভ্য জয় করেন?

- ক) মালিক কাফুর খ) বৈরাম খাঁন
গ) শায়েস্তা খাঁন ঘ) মীর জুমলা

৬০. মূল্য বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন কে?

- ক) ইলতুতমিশ খ) বলবন
গ) আলাউদ্দিন খলজী ঘ) মুহাম্মদ বিন তুঘলক

৬১. ভারতে প্রথম প্রতীক মুদ্রা প্রবর্তন করেন কে?

- ক) শের শাহ খ) মুহাম্মদ বিন তুঘলক
গ) ইলতুতমিশ ঘ) লর্ড কর্নওয়ালিস

৬২. দিল্লি থেকে রাজধানী দেবগিরিতে স্থানান্তর করেন কে?

- ক) সম্রাট আকবর খ) মুহাম্মদ বিন তুঘলক
গ) সম্রাট জাহাঙ্গীর ঘ) সুলতান ইলিয়াস শাহ

৬৩. বাংলায় বখতিয়ার শাসন কোন শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়?

অথবা, মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি কোন শতাব্দীতে বাংলাদেশে আসেন?

- ক) অষ্টম শতাব্দী খ) দশম শতাব্দী
গ) দ্বাদশ শতাব্দী ঘ) ত্রয়োদশ শতাব্দী

৬৪. বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান কে ছিলেন?

- ক) ফখরুদ্দিন ইলিয়াস শাহ খ) ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ
গ) ফখরুদ্দিন জহির শাহ ঘ) মোহাম্মদ ঘোরী

৬৫. গৌর গোবিন্দ যে অঞ্চলের রাজা ছিলেন?

- ক) চট্টগ্রাম খ) সিলেট
গ) গৌড় ঘ) পাণ্ডুয়া

৬৬. শাহ-ই-বাঙ্গালাহ অথবা শাহ-ই-বাঙ্গালিয়ান বাংলার কোন মুসলিম সুলতানের উপাধি ছিল?

- ক) ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ খ) শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ
গ) আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ঘ) নসরত শাহ

৬৭. কবি হাফিজকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কোন নৃপতি?

- ক) আলাউদ্দিন হোসেন শাহ খ) রুকনউদ্দিন বারবক শাহ
গ) ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ ঘ) গিয়াস উদ্দিন আযম শাহ

৬৮. বাংলার প্রথম সুবাদার কে ছিলেন?

- ক) মীর জুমালা খ) ইসলাম খান
গ) মান সিংহ ঘ) শায়েস্তা খান

৬৯. ঢাকা শহরের গোড়াপত্তন হয়-

- ক) ব্রিটিশ আমলে খ) সুলতানি আমলে
গ) মুঘল আমলে ঘ) স্বাধীন নবাবী আমলে

৭০. ঢাকার নাম জাহাঙ্গীর নগর রাখেন-

- ক) শাহজাদা আজম খাঁ
খ) নবাব শায়েস্তা খান
গ) যুবরাজ
ঘ) সুবাদার ইসলাম খান

উত্তরমালা

১	ক	২	গ	৩	ঘ	৪	খ	৫	ক	৬	খ	৭	ঘ	৮	গ	৯	গ	১০	ক
১১	ঘ	১২	গ	১৩	ঘ	১৪	ঘ	১৫	খ	১৬	গ	১৭	গ	১৮	ক	১৯	খ	২০	ঘ
২১	ক	২২	খ	২৩	গ	২৪	খ	২৫	ক	২৬	গ	২৭	ঘ	২৮	ঘ	২৯	গ	৩০	ক
৩১	ক	৩২	গ	৩৩	গ	৩৪	গ	৩৫	গ	৩৬	গ	৩৭	ক	৩৮	গ	৩৯	খ	৪০	গ
৪১	গ	৪২	ঘ	৪৩	খ	৪৪	ক	৪৫	খ	৪৬	ঘ	৪৭	গ	৪৮	গ	৪৯	ক	৫০	খ
৫১	ঘ	৫২	গ	৫৩	গ	৫৪	গ	৫৫	গ	৫৬	খ	৫৭	গ	৫৮	ক	৫৯	ক	৬০	গ
৬১	খ	৬২	খ	৬৩	ঘ	৬৪	খ	৬৫	খ	৬৬	খ	৬৭	ঘ	৬৮	খ	৬৯	গ	৭০	ঘ



Home Work

Teacher's Class Work অনুযায়ী নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর

শিক্ষার্থীরা প্রথমে নিজে নিজে করবে এবং পরে উত্তর মিলিয়ে নিতে হবে।

১. বরেন্দ্র বলতে কোন এলাকাকে বুঝায়?

- ক) উত্তরবঙ্গ খ) পশ্চিমবঙ্গ
গ) উত্তর-পশ্চিমবঙ্গ ঘ) দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ

২. রাজশাহীর উত্তরাংশ, বগুড়ার পশ্চিমাংশ, রংপুর ও দিনাজপুরের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত-

- ক) পলল গঠিত সমভূমি খ) বরেন্দ্রভূমি
গ) উত্তরবঙ্গ ঘ) মহাস্থানগড়

৩. বাংলাদেশের কোন বিভাগে 'বরেন্দ্রভূমি' অবস্থিত?

- ক) সিলেট খ) রাজশাহী
গ) খুলনা ঘ) বরিশাল

৪. চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রাচীন নাম-

- ক) রাঢ় খ) বঙ্গ
গ) হরিকেল ঘ) পুণ্ড্র

৫. সিলেট - প্রাচীন জনপদের অন্তর্গত-

- ক) বঙ্গ খ) পুণ্ড্র
গ) সমতট ঘ) হরিকেল

৬. প্রাচীন বাংলায় নিম্নের কোন অঞ্চল বাংলাদেশের পূর্বাংশে অবস্থিত ছিল-

- ক) হরিকেল খ) সমতট
গ) বরেন্দ্র ঘ) রাঢ়

৭. প্রাচীন রাঢ় জনপদ অবস্থিত-

- ক) বগুড়া খ) কুমিল্লা
গ) বর্ধমান ঘ) বরিশাল

৮. প্রাচীন গৌড় নগরীর অংশবিশেষ বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত?

- ক) কুষ্টিয়া খ) বগুড়া
গ) কুমিল্লা ঘ) চাঁপাইনবাবগঞ্জ

৯. প্রাচীন বাংলার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ নরপতি কে?

- ক) হর্ষবর্ধন খ) শশাঙ্ক
গ) গোপাল ঘ) লক্ষ্মণ সেন

১০. বাংলার প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা হলেন-

- ক) ধর্মপাল খ) গোপাল
গ) শশাঙ্ক ঘ) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত

১১. একসময়ে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজধানী মুর্শিদাবাদের প্রাক্তন নাম ছিল-

- ক) সিনহাবাদ খ) চন্দ্রদ্বীপ
গ) গৌড় ঘ) মাকসুদাবাদ

১২. শশাঙ্কের রাজধানী ছিল-

- ক) কর্ণসুবর্ণ খ) গৌড়
গ) নদীয়া ঘ) ঢাকা

১৩. প্রাচীন বাংলার কোন এলাকা কর্ণসুবর্ণ নামে কথিত হতো?

- ক) মুর্শিদাবাদ খ) রাজশাহী
গ) চট্টগ্রাম ঘ) মেদিনীপুর

১৪. 'মাৎস্যন্যায় ধারণাটি কিসের সাথে সম্পর্কিত?

- ক) মাছবাজার
খ) ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা
গ) মাছ ধরার নৌকা
ঘ) আইন-শৃঙ্খলাহীন অরাজক অবস্থা

১৫. 'মাৎস্যন্যায় বাংলার কোন সমকাল নির্দেশ করে?

- ক) ৫ম-৬ষ্ঠ শতক খ) ৬ষ্ঠ-৭ম শতক
গ) ৭ম-৮ম শতক ঘ) ৮ম-৯ম শতক

১৬. হযরত শাহজালাল (রহ.) কোন শাসককে পরাজিত করে সিলেটে আযান ধ্বনি দিয়েছিলেন?

- ক) বিক্রমাদিত্য খ) কৃষ্ণচন্দ্র
গ) গৌর গোবিন্দ ঘ) লক্ষ্মণ সেন



১৭. হযরত শাহজালাল কোন দেশের অধিবাসী ছিলেন?
ক) আফগানিস্তান খ) ইয়েমেন
গ) ভারত ঘ) বাংলাদেশ
১৮. ইয়েমেন থেকে আসা কোন মুজাহিদের তরবারী বাংলাদেশ সংরক্ষণ করা আছে?
ক) খান জাহান আলী (র.) খ) বায়েজীদ বোস্তামী (র.)
গ) শাহ মাখদুম (র.) ঘ) শাহজালাল (র.)
১৯. কোন শাসনামলে সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল ‘বাঙ্গালা’ নামে অভিহিত হয়?
ক) মৌর্য খ) গুপ্ত
গ) ইংরেজ ঘ) মুসলিম
২০. কোন ব্যক্তি বাংলাদেশকে ‘ধনসম্পদপূর্ণ নরক’ বলে অভিহিত করেন?
ক) ফা হিয়েন খ) ইবনে বতুতা
গ) হিউয়েন সাং ঘ) ইবনে খলদুন
২১. ইবনে বতুতা কোন দেশের পর্যটক?
ক) চীন খ) ইরাক
গ) মরক্কো ঘ) জাপান
২২. কার রাজত্বকালে ইবনে বতুতা ভারতে এসেছিলেন?
ক) মুহম্মদ বিন কাসেম খ) মুহম্মদ বিন তুঘলক
গ) সম্রাট হুমায়ুন ঘ) সম্রাট আকবর
২৩. ইবনে বতুতা কার শাসনামলে বাংলায় আসেন?
ক) শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহ
খ) হাজী ইলিয়াস শাহ
গ) হোসাইন শাহ
ঘ) ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ
২৪. মধ্যযুগে কোন বিদেশী পরিব্রাজক প্রথম ‘বাঙ্গালা’ শব্দ ব্যবহার করেন?
ক) কলম্বাস খ) ইবনে বতুতা
গ) কালিদাস ঘ) বখতিয়ার খলজি
২৫. বাংলার দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষকে পর্ভুগীজ ও মগ জলদস্যুদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করেন?
অথবা, কোন মুঘল সুবাদার পর্ভুগীজদের চট্টগ্রাম থেকে বিতাড়িত করেন?
ক) মুর্শিদকুলী খান খ) ইসলাম খান
গ) শায়েস্তা খান ঘ) ঈসা খান
২৬. কার শাসনামলে চট্টগ্রাম প্রথমবারের মত পূর্ণভাবে বাংলার সাথে যুক্ত হয়?
ক) মুর্শিদকুলী খান খ) শায়েস্তা খান
গ) আলীবর্দী খান ঘ) উপরের কোনটিই সত্য নয়
২৭. কোন মোঘল সুবাদার বাংলার রাজধানী ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন?
[১৫তম বিসিএস]
ক) ইসলাম খান খ) শায়েস্তা খান
গ) মুর্শিদকুলী খান ঘ) আলীবর্দী খান
২৮. ‘গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের’ নির্মাতা-
ক) বাবর খ) আকবর
গ) শাহজাহান ঘ) শের শাহ
২৯. ভারতের যে সম্রাটকে ‘আলমগীর’ বলা হতো-
ক) শাহজাহান খ) বাবর
গ) বাদাশ্র শাহ ঘ) আওরঙ্গজেব

৩০. নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করেছিলেন কোন সালে?
ক) ১৭৬১ খ) ১৭৯৩
গ) ১৭৩৯ ঘ) ১৭৬০
৩১. ‘বুলবুল-ই-হিন্দ’ কাকে বলা হয়?
ক) তানসেনকে খ) আমীর খসরুকে
গ) আবুল ফজলকে ঘ) গালিবকে
৩২. কোনটি ভারতের ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা করে?
ক) পলাশীর যুদ্ধ খ) পানিপথের যুদ্ধ
গ) বঙ্গারের যুদ্ধ ঘ) ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ
৩৩. কোন নগরীতে মুঘল আমলে সুবে বাংলার রাজধানী ছিল?
ক) গৌড় খ) সোনারগাঁও
গ) ঢাকা ঘ) হুগলি
৩৪. বাংলাকে কে ‘দোযখপূর্ণ নিয়ামত’ বা ‘ধন-সম্পদপূর্ণ নরক’ বলে অভিহিত করেছেন?
ক) ইবনে বতুতা খ) অতীশ দীপঙ্কর
গ) হিউয়েন সাং ঘ) ফা হিয়েন
৩৫. কোন সুলতান ‘শাহ-ই-বাঙ্গালাহ’ উপাধি ধারণ করেন?
ক) আলাউদ্দিন হুসেন শাহ
খ) শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ
গ) ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ
ঘ) গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ
৩৬. ইরাকের কবি হাফিজের সাথে পত্রালাপ হয়েছিল বাংলার কোন সুলতানের?
ক) গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ
খ) আলাউদ্দিন হুসেন শাহ
গ) ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ
ঘ) ইলিয়াস শাহ
৩৭. কবি হাফিজকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কোন নৃপতি?
ক) আলাউদ্দিন হোসেন শাহ
খ) রুকনউদ্দিন মোবারক শাহ
গ) ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ
ঘ) গিয়াস উদ্দিন আযম শাহ
৩৮. প্রাচীন বাংলার সবগুলো জনপদই একত্রে বাংলা নামে পরিচিত লাভ করে কার আমল থেকে?
ক) সুলতান সিকান্দার শাহ
খ) সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ
গ) নবাব সিরাজউদ্দৌলা
ঘ) নবাব আলীবর্দী খাঁ
৩৯. মোঘল সম্রাজের শেষ বাদশা কে?
ক) বাহাদুর শাহ খ) মশিউর শাহ
গ) শাহ আলম শাহ ঘ) সিরাজ উদ দৌলা
৪০. কোন সুলতান সর্বপ্রথম সমগ্র বাংলার অধিপতি হন?
ক) বখতিয়ার খলজী খ) শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ
গ) আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ঘ) নুসরাত শাহ
৪১. কার শাসনামলে প্রাচীন ছয়টি জনপদের একত্রে বাংলা নামকরণ হয়?
ক) বিজয় সেন খ) শশাঙ্ক
গ) শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ ঘ) রাজা ধর্মপাল
৪২. কার শাসনামলে পীর খান জাহান আলী বাগেরহাট অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন?
ক) সম্রাট আকবর খ) নুসরাত শাহ
গ) ইসলাম খান ঘ) নাসিরুদ্দিন মাহমুদ

৪৩. বাংলার প্রথম মুসলমান সুলতান কে ছিলেন?

- ক) বখতিয়ার খলজী খ) হোসেন শাহ
গ) ইলিয়াস শাহ ঘ) সরফরাজ খান

৪৪. দিল্লি থেকে রাজধানী দেবগিরিতে স্থানান্তর করেন কে?

- ক) সম্রাট আকবর খ) মুহাম্মদ বিন তুঘলক
গ) সম্রাট জাহাঙ্গীর ঘ) সুলতান ইলিয়াস শাহ

৪৫. পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল কোন বছর?

- ক) ১৭৫৭ খ) ১৭৬১
গ) ১৭৫৮ ঘ) ১৭৭৫

৪৬. সম্রাট শাহজাহানের কোন পুত্র বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন?

- ক) দারা খ) সুজা
গ) মুরাদ ঘ) আওরঙ্গজেব

উত্তরমালা

১	গ	২	খ	৩	খ	৪	গ	৫	ঘ	৬	ক	৭	গ	৮	ঘ	৯	খ	১০	গ
১১	গ	১২	ক	১৩	ক	১৪	ঘ	১৫	গ	১৬	গ	১৭	খ	১৮	ঘ	১৯	ঘ	২০	খ
২১	গ	২২	খ	২৩	ঘ	২৪	খ	২৫	গ	২৬	খ	২৭	গ	২৮	ঘ	২৯	ঘ	৩০	গ
৩১	ক	৩২	ক	৩৩	গ	৩৪	ক	৩৫	খ	৩৬	ক	৩৭	ঘ	৩৮	খ	৩৯	ক	৪০	গ
৪১	ঘ	৪২	ঘ	৪৩	খ	৪৪	খ	৪৫	খ	৪৬	খ								



Self Study

১. বাংলা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন গ্রন্থে উল্লেখ আছে?

- ক) আকবরনামা খ) আলমগীরনামা
গ) আইন-ই-আকবরী ঘ) তুজুক-ই-আকবর

২. মেগাস্থিনিস কার রাজসভার গ্রিক দূত ছিলেন?

- ক) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য খ) অশোক
গ) ধর্মপাল ঘ) সমুদ্রগুপ্ত

৩. অর্থশাস্ত্র-এর রচয়িতা কে?

- ক) কৌটিল্য খ) মাণভট্ট
গ) আনন্দভট্ট ঘ) মেঘাস্থিনিস

৪. কৌটিল্য কার নাম?

- ক) প্রাচীন রাজনীতিবিদ খ) প্রাচীন অর্থশাস্ত্রবিদ
গ) পণ্ডিত ঘ) রাজ কবি

৫. অশোক কোন বংশের সম্রাট ছিলেন?

- ক) মৌর্য খ) গুপ্ত
গ) পুষ্যভূতি ঘ) কুশান

৬. বাংলায় প্রথম বংশানুক্রমিক শাসন শুরু করেন-

- ক) শশাঙ্ক খ) বখতিয়ার খলজি
গ) বিজয় সেন ঘ) গোপাল

৭. বাংলার প্রথম দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশের নাম কী?

- ক) পাল বংশ খ) সেন বংশ
গ) ভূইয়া বংশ ঘ) গুপ্ত বংশ

৮. নিম্নের কোন বংশ প্রায় চারশত বছরের মত বাংলা শাসন করেছে?

- ক) মৌর্য বংশ খ) গুপ্ত বংশ
গ) পাল বংশ ঘ) সেন বংশ

৯. পাল বংশের প্রথম রাজা কে?

- ক) গোপাল খ) দেবপাল
গ) মহীপাল ঘ) রামপাল

১০. পাল বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি কে?

- ক) গোপাল খ) ধর্মপাল
গ) দেবপাল ঘ) রামপাল

১১. রামসাগর দীঘি কোন জেলায় অবস্থিত?

- ক) রংপুর খ) দিনাজপুর
গ) নবাবগঞ্জ ঘ) কুড়িগ্রাম

১২. শ্রী চৈতন্যের আবির্ভাব ঘটেছিল যে সুলতানের শাসনামলে-

- ক) আলাউদ্দিন হুসেন শাহ খ) নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ
গ) নুসরত শাহ ঘ) গিয়াস উদ্দিন ইয়াজ খলজি

১৩. ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন-

- ক) মুহাম্মদ বিন কাসিম খ) সুলতান মাহমুদ
গ) মুহাম্মদ ঘুরি ঘ) গিয়াস উদ্দিন আযম শাহ

১৪. কোন মুসলিম সেনাপতি স্পেন জয় করেন?

- ক) মুসা বিন নুসায়ের খ) খালিদ বিন ওয়ালিদ
গ) মুহাম্মদ বিন কাশিম ঘ) তারিক বিন জিয়াদ

১৫. কে 'ষাট গম্বুজ' মসজিদটি নির্মাণ করেন?

- ক) হযরত আমানত শাহ খ) যুবরাজ মুহাম্মদ আযম
গ) পীর খানজাহান আলী ঘ) সুবেদার ইসলাম খান

১৬. প্রথম বাংলা জয় করেন-

- অথবা, বাংলার প্রথম মুসলমান সুলতান কে ছিলেন?
ক) বখতিয়ার খলজি খ) আলাউদ্দিন খলজি
গ) আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ঘ) শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ

১৭. ঢাকার বিখ্যাত ছোট কাটারা কে নির্মাণ করেন?

- ক) নবাব সিরাজউদ্দৌলা খ) শায়েস্তা খান
গ) জৈসা খাঁন ঘ) সুবেদার ইসলাম

১৮. দিল্লির সুলতানগণ বাংলাকে 'বুলগাকপুর' বলে সম্বোধন করত কেন?

- ক) বাঙালিদের ব্যবহারের কারণে
খ) বাঙালিদের কোমল স্বভাবের কারণে
গ) সুযোগ পেলে বাঙালি বিদ্রোহ করতো বলে
ঘ) বাঙালির বিশ্বাসঘাতকতার কারণে

১৯. আধুনিক ইতিহাস গবেষকগণ কোন সুলতানকে বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন?

- ক) বখতিয়ার খলজী খ) গিয়াসুদ্দিন ইওয়াজ খলজী
গ) আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ঘ) ইলিয়াস শাহ

২০. দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা-

- ক) কুতুবুদ্দিন আইবেক খ) শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ
গ) গিয়াসউদ্দিন বলবন ঘ) আলাউদ্দিন খলজী

২১. সুলতান-ই আযম কার উপাধি?

- ক) আলাউদ্দিন খলজী খ) শের শাহ
গ) শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ ঘ) মুহাম্মদ বিন তুঘলক



২৫. যে বিদেশী রাজা ভারতের কোহিনুর মণি ও ময়ূর সিংহাসন লুট করেন-
ক) আহমদ শাহ আবদালি খ) নাদির শাহ
গ) দ্বিতীয় শাহ আব্বাস ঘ) সুলতান মাহমুদ
২৬. দীন-ই-ইলাহী প্রবর্তন করেন-
ক) সম্রাট জাহাঙ্গীর খ) সম্রাট শাহজাহান
গ) সম্রাট আকবর ঘ) সম্রাট আওরঙ্গজেব
২৭. বিখ্যাত 'গ্রান্ড ট্রাঙ্ক' রোডটি বাংলাদেশের কোন অঞ্চল থেকে শুরু হয়েছে?
ক) কুমিল্লা জেলার দাউদ কান্দি খ) ঢাকা জেলার বারিধারা
গ) যশোর জেলার ঝিকরগাছা ঘ) নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও

২৮. আকবর কত বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহন করেন?
ক) ১০ বছর খ) ১১ বছর
গ) ১২ বছর ঘ) ১৩ বছর
২৯. ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'আইন-ই-আকবরী'-এর রচয়িতা কে?
ক) Firdausi খ) Abul Fazal
গ) Ghalib ঘ) None of above
৩০. পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়-
ক) ১৫২৬ সাল খ) ১৫৫৬ সাল
গ) ১৭৬১ সাল ঘ) ১৭২৬ সাল

উত্তরমালা

১	গ	২	ক	৩	ক	৪	খ	৫	ক	৬	ঘ	৭	ক	৮	গ	৯	ক	১০	খ
১১	খ	১২	ক	১৩	গ	১৪	ঘ	১৫	গ	১৬	ক	১৭	খ	১৮	গ	১৯	ঘ	২০	খ
২১	গ	২২	খ	২৩	গ	২৪	ঘ	২৫	ঘ	২৬	খ	২৭	ক						


Class

Exam

১. অবিভক্ত বাংলার সর্বপ্রথম রাজা কাকে বলা হয়?
ক) অশোক খ) শশাঙ্ক
গ) মেগদা ঘ) ধর্মপাল
২. বাংলার কোন সুলতানের শাসনামলকে স্বর্ণযুগ বলা হয়?
ক) শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ খ) নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ
গ) আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ঘ) গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ
৩. শাহ-ই-বঙ্গলাহ অথবা শাহ-ই-বঙ্গালিয়ান বাংলার কোন মুসলিম সুলতানের উপাধি ছিল?
ক) ফকরুদ্দিন মোবারক শাহ খ) শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ
গ) আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ঘ) নসরত শাহ
৪. Who was the last emperor of Mughal Reign?
ক) Bhadur Shah খ) Moshir Shah
গ) Shah Alam Shah ঘ) Sirajuddaula
৫. হযরত শাহজালাল (রহ.) কোন শাসককে পরাজিত করে সিলেটে আযান ধ্বনি দিয়েছিলেন?
ক) বিক্রমাদিত্য খ) কৃষ্ণচন্দ্র
গ) গৌর গোবিন্দ ঘ) লক্ষণ সেন

৬. বাংলাদেশের কোন বিভাগে 'বরেন্দ্রভূমি' অবস্থিত?
ক) সিলেট খ) রাজশাহী
গ) খুলনা ঘ) বরিশাল
৭. ঢাকার বিখ্যাত ছোট কাটারা কে নির্মাণ করেন?
ক) নবাব সিরাজউদ্দৌলা খ) শায়েস্তা খান
গ) ঈসা খাঁ ঘ) সুবেদার ইসলাম
৮. কোটিল্য কার নাম?
ক) প্রাচীন রাজনীতিবিদ খ) প্রাচীন অর্থশাস্ত্রবিদ
গ) পণ্ডিত ঘ) রাজ কবি
৯. কোন মুসলিম সেনাপতি স্পেন জয় করেন?
ক) মুসা বিন নুসায়ের খ) খালিদ বিন ওয়ালিদ
গ) মুহম্মদ বিন কাশিম ঘ) তারিক বিন জিয়াদ
১০. পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়-
ক) ১৫২৬ সাল খ) ১৫৫৬ সাল
গ) ১৭৬১ সাল ঘ) ১৭২৬ সাল

এই Lecture Sheet পড়ার পাশাপাশি **iddabari** কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া
এ্যাসাইনমেন্ট এর বাংলাদেশ বিষয়াবলি অংশটুকু ভালোভাবে চর্চা করতে হবে।



CLASSROOM ENGLISH GRAMMAR

বইটি এখন সারা
বাংলাদেশের অভিজাত
লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

অনলাইনে বইটি পেতে
কল করুন:
01963929213
(WhatsApp)